আমানত রক্ষা করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها।

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল- াহ পাক তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, যেন তোমরা আমানত সমূহ তার অধিকারীগণকে ফেরত দিয়ে দাও। (সূরায়ে নিসাঃ ৫৮)

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কঃ-

এ সম্পর্কে ইমাম রাজী রহ. লিখেছেন- পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা এবং তাদের শাস্ড়ির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এই আয়াত থেকে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিধি-নিষেধের বিবরণ শুর" হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে কিতাবরা সত্যকে গোপন করেছে যখন তারা কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলেছে- মুমিনদের চেয়ে কাফেররাই অধিকতর হেদায়ত প্রাপ্ত। তাই আল- াহ পাক এই আয়াতে মুমিনদেরকে আমানত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর এই আমানতের কথা সববিষয়েই প্রযোজ্য। ধর্মীয় ব্যাপারে হতে পারে, অন্যান্য ব্যাপারেও হতে পারে। তৃতীয়তঃ যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে যারা ঈমানদার এবং নেক আমলকারী, তাদের জন্য অশেষ সওয়াবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আমানত আদায় করা বা আমানতদারী হল অত্য"ড় বড় নেক আমল। তাই আলোচ্য আয়াতে আমানত আদায়ের গুণ অর্জনের তাগিদ করা হয়েছে।

শানে নুযূলঃ হযরত আব্দুল- াহ ইবনে আব্বাস রা.'র কথার উদ্বৃতি দিয়ে ইবনে মারদুবিয়া রহ. থেকে বর্ণিত আছে- হযরত রাসূলুল- াহ সা. যখন মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরে প্রবেশ করার ইচ্ছা করেন, তখন কা'বা শরীফের তৎকালীন চাবি রক্ষক উসমান ইবনে তালহাকে চাবি দিতে বলেন। উসমান তাতে অস্বীকৃতি জানান। তখন হযরত আলী রা. বলপূর্বক তার নিকট থেকে চাবি নিয়ে নেন। এবং কা'বা শরীফের দরজা খুলে দেন। প্রিয় নবীজী সা. কা'বা শরীফের অভ্য"ড়রে দু'রাকাত নামায আদায় করেন। কা'বা শরীফের ভিতর থেকে বের হলে হযরত আব্বাস রা. চাবি তাকে দিতে অনুরোধ করেন। এমন সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। তখন প্রিয় নবী সা. চাবি উসমান ইবনে তালহাকে প্রদান করেন। এবং হযরত আলী রা.কে উসমান ইবনে তালহার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হওয়ার নির্দেশ দান করেন।

ব্যাখ্যাঃ- উক্ত আয়াতে আল- াহ পাক মুমিনদেরকে আমানত রক্ষার বিশেষ নির্দেশ দান করেছেন। যদিও এই আয়াত উসমান ইবনে তালহার পক্ষে তাকে কা'বা শরীফের চাবি প্রদান সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কিন্তু সর্বপ্রকার আমানত রক্ষার বিশেষ তাগিদ রয়েছে। একথা বলাবাহুল্য যে, মানুষের সম্পর্ক তিন প্রকার।

(এক) মানুষের সম্পর্ক তার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা আল- াহ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে।

(দুই) মানুষের সম্পর্ক অন্যান্য সকল বান্দার সঙ্গে।

(তিন) মানুষের সম্পর্ক তার নিজের সঙ্গে।

আমানত রক্ষার বিষয়টি সকল সম্পর্কের সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছে। এবং সর্বক্ষেত্রে আমানতের হেফাজত ও আমানত আদায় করতে হয়।

(এক) স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল- াহ পাকের সঙ্গে আমানত আদায়ের তাৎপর্য হল- আল- াহ পাকের যাবতীয় আদেশ পালন করা। এবং তার নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জন করা। এটি এমন একটি বিষয় যা সমুদ্রতুল্য। যার কোন কূল-কিনারা নেই। এজন্য হযরত আব্দুল- াহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন- প্রত্যেকটি লোককেই প্রতিটি ব্যাপারেই আমানত রক্ষা করা অপরিহার্য কর্তব্য। অজু-গোসল-নামায-যাকাত-রোজা প্রভৃতি আমানত স্বরূপ। মানুষের বাকশক্তি আল- াহ পাকের নিয়ামত এবং মানুষের নিকট আমানত স্বরূপ। তাই মিথ্যা কথা না বলা, পরচর্চা না করা, চোগলখোরী না করা, কুফর-শিরকের কথা না বলা, অশ- ীল কথা না বলা, এসবই হল বাকশক্তির আমানত রক্ষা করা। চক্ষু আল- াহ তা'য়ালার একটি নেয়ামত এবং বান্দার নিকট আমানত। যা দেখা আল- াহ হারাম করেছেন, তা না দেখা হল এই আমানত রক্ষা করা। এমনিভাবে শ্রবনশক্তি মানুষের প্রতি একটি নেয়ামত এবং আল- াহর আমানত। অতএব, গান-বাজনা শ্রবন না করা, অশ- ীল মিথ্যা কথা শ্রবন না করা হল তার আমানত রক্ষা করা।

(দুই) বান্দার সাথে বান্দার সম্পর্কের আমানত প্রসঙ্গঃ-

এ পর্যায়ে সকল বিষয়েরই আমানত তার মধ্যে অন্ড়র্ভূক্ত রয়েছে। যেমন- মানুষকে ওজনে কম না দেওয়া, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতারণা না করা। শাসনকর্তাদের জন্য অধীনস্ড় লোকদের

প্রতি সুবিচার কায়েম করা। আলেম সমাজের কোন ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ড় না করা। তাদেরকে সত্যের দিকে আহবান করা। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা। মোট কথা প্রত্যেকটি ব্যাক্তি অন্য ব্যাক্তির সার্বিক কল্যাণ কামনা করা। এবং তার অকল্যাণ থেকে বিরত থাকা।

(তিন) মানুষের সাথে তার নিজের সম্পর্ক:-

এসম্পর্কে প্রতিটি মানুষের উপর আমানত হল- তার নিজের জন্য এমন কোন কর্মপন্থা গ্রহণ না করা, যা তার জন্য ক্ষতিকর হয়! মানুষ অনেক সময় ক্রোধের বশীভূত হয়ে অথবা ভোগের নেশায় এমন কাজ করে বসে, যা তার দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন ক্ষতিকর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা। এবং যা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের জন্য উপকারী হয় তা করা প্রতিটি মানুষের প্রতি তার নিজের জন্য আমানত।

পবিত্র কুরআনে আল- াহ পাক আমানত আদায়ের প্রতি অপরিসীম গুর ত্ব আরোপ করেছেন। আল- াহ পাক রাব্বুল আলামীন অন্যত্র ইরশাদ করেন- "নিশ্চয়ই আমি আমানত রেখেছি আসমান-জমিনের উপর এবং পাহাড়ের উপর। অত:পর তারা আমানত বহনে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে এবং ভয় করেছে। আর মানুষ সেই আমানত বহন করেছে।" আল- াহ পাক আরও ইরশাদ করেন- "জীবন সাধনায় তারাই সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের আমানত এবং অঙ্গিকার রক্ষা করেছে।" অন্য আয়াতে আল- াহ পাক বলেন- "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের আমানতে খেয়ানত করোনা।"

প্রিয় নবী সা. প্রতিটি মানুষকে তার প্রতি অর্পিত কর্তব্য পালনের তথা আমানত আদায়ের তাগিদ করে বলেছেন। ৮। كلكم راع وكلكم مسءول عن رعيته তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ববান, আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। প্রিয় নবীজী সা. আমানত আদায়ের বিশেষ তাগিদ দিয়ে ইরশাদ করেন- "যার মধ্যে আমনতদারি নেই, তার ঈমানও নেই"

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে আল- ামা ইবনে কাসীর রহ. লিখেছেন- আয়াতে নামায, রোজা, যাকাত, কাফফারা, মান্নত প্রভৃতি তথা আল- াহ পাকের তরফ থেকে বান্দার প্রতি সকল দায়িত্ব অন্ড়র্ভূক্ত রয়েছে। এমনিভাবে মানুষের প্রতি মানুষের যাবতীয় দায়িত্বও এই আয়াতের মধ্যে শামিল রয়েছে। যেমন- কারো প্রদত্ব আমানত সঠিক পন্থায় আদায় করা। অতএব, যে ব্যক্তি কারো কোন হক্ব আদায় না করবে, কিয়ামতের দিন তাকে তার জন্য পাকড়াও করবে। যেমন হাদীসে উলে- খ আছে- কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব দেওয়া হবে। এমনকি কোন শিং বিশিষ্ট বকরী যদি অন্য বকরীকে আঘাত করে থাকে, তবে কিয়ামতের দিন তারও বদলা লওয়া হবে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বর্ণনা করেন- এই আয়াতের বিধান অনুযায়ী প্রতিটি স্ত্রীলোক তার সতিত্ব রক্ষার আমনতদার। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত রা. বর্ণনা করেন- আমি প্রিয় নবী সা.কে বলতে শুনেছি- সর্বপ্রথম আমানতকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। আর শেষ পর্যন্ড় শুধু নামায বাকি থাকবে। আর এমন অনেক নামাযী হবে যে, তার মধ্যে কোন কল্যাণ পরিলক্ষিত হবেনা।

ইমাম বায়হাকী রহ. উলে- খ করেছেন- তিনটি বিষয় এমন যা ভাল মন্দ সকলকে আদায় করতে হয়।

(এক) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। আত্মীয় ভাল হোক বা মন্দ হউক!

(দুই) আমানত আদায় করতে হবে। যার আমানত, সে নেককার হোক বা বদকার হোক।

(তিন) অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে । যার সঙ্গে অঙ্গিকার করা হয়, সে নেককার হোক বা বদকার হোক।

দারসুল হাদীস

হারাম বর্জন, সর্বাধিক নেকী অর্জন

মাও. আলাউদ্দীন মাটিহানি

عن ابى هريرة قال قال رسول الله اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس و احسن الى جارك تكن مسلماً واحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تموت القلب

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন যে, একবার নবীজী সা. বসা ছিলেন, বলতে লাগলেন- আমি পাঁচটি কথা বলবো, কে আছ যে, ঐ পাঁচটি কথাকে স্মরণ রাখবে এবং কথা অনুযায়ী আমল করবে। এবং অন্যকে বলে দিয়ে আমল করাবে? হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন যে, আমি বললাম আমি একাজ করবো হে আল- াহর রাসূল! তখন নবীজী নিজ আঙ্গুলে গুণে একথাগুলো বলতে লাগলেন-

(১) তুমি হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকো। তাহলে সকলের মধ্য থেকে তুমি বেশি এবাদতকারী হতে পারবে।

(২) আল- াহ পাক তোমার ভাগ্যে যা কিছু লিখে রেখেছেন তার উপর তুমি সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি সমস্ড় দুনিয়ার

লোকদের মধ্যে থেকে গনী-ধনাঢ্য হতে পারবে।

(৩) তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, তাহলে তুমি মুসলমান হতে পারবে।

(৪) অন্যের জন্যে ঐটিকে পছন্দ কর যা নিজের জন্যে পছন্দ কর বা চাও।

(৫) এবং অধিক হাসিবে না, কেননা অধিক হাসির কারণে অন্ড়র মরে যায়।

(আবু দাউদ শরীফ)

এবাদতকারী কি করে হওয়া যায়:-

রাসূল সা. বলেন- তুমি (তোমরা) হারাম কাজ থেকে বিরত থাকো, তাহলে সর্বাধিক এবাদতকারী হতে পারবে। এ বাক্য দ্বারা নবীজী সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, ফরজ ও ওয়াজিব আদায়ের পর সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নাজায়েয ও হারাম কাজ বর্জন করা। নফল এবাদাত এর স্ড়র হবে তারপরে। তাই যে ব্যক্তি হারাম কাজ বর্জন করে থাকে, তার নফল এবাদত না থাকলেও সে অধিক এবাদতকারী বলে গন্য হবে।

নফল এবাদত মুক্তির জন্য:-

উলে- খিত বাক্য দ্বারা নবীজী সা. একটি বৃহৎ ভুলধারণা খন্ডন করে দিলেন, তা এই যে মানুষ অনেক সময় নফল এবাদতকে গুর"ত্ব দিয়ে থাকে। যেমন- নফল রোজা, নফল নামায, তিলাওয়াত এবং আরও অনেক কিছু। এগুলো তো মুলত: ভাল কাজ; তবে তা হচ্ছে নফল, ফরজ নয়। এগুলোকে অনেক গুর"ত্ব দিয়ে পালন করা হয়; কিন্তু হারাম ও নাজায়েয থেকে বিরত থাকা হয় না। হারাম থেকে বাঁচার কোন গুর"ত্ব নেই। মনে রাখতে হবে যে, নফল এবাদাত মুক্তি ও নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয় যতক্ষণ মানুষ হারাম না ছাড়বে। হারামে লিপ্ত হওয়া হচ্ছে মারাত্মক গোনাহ।

গোনাহের উপমা:-

নফল এবাদত চালিয়ে হারাম থেকে না বাচার উপমা হচ্ছে যেমন- কেহ আরাম করার জন্য ঘরে এয়ারকন্ডিশন চালু করলো। কিন্তু দরজা জানালা খুলা রাখলো। এতে করে একদিকে ঠান্ডা আসছে, অপরদিকে চলে যাচ্ছে। বা একদিক দিয়ে গরম আসছে। তাই এয়ারকন্ডিশন চালানোর কোন উপকার নেই, যেহেতু দরজা খোলা। উপকার পেতে হলে এক দিকে এয়্যারকন্ডিশন চালু করবে। অপরদিকে দরজা জানালা বন্ধ রাখবে। তেমনি ভবে তিলাওয়াত, নফল নামায ইত্যাদির কন্ডিশন চালু করলো, সাথে সাথে হারামের দরজা খোলা রাখলো, তাহলে নফল এবাদতের উপকার অর্জিত হবে কি করে?

হাদীসটিতে রাসূল সা. গুর"ত্বপূর্ণ দু'টি মৌলিক বিষয়ের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন-

(১) دفع مضرت (ক্ষতির কারণ ও বস্তুকে পরিত্যাগ করা)

(২) جلب منفعت(উপকারী বস্তু ও কারণকে গ্রহণ করা)

হাদীসের ৫টি কথার মধ্যে ১ম ও ৫ম টির প্রথমাংশে دفع مضرت এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন হারাম থেকে ও অত্যাধিক হাসি থেকে বিরত থাকো। কেননা এ দু'টিই ক্ষতির কারণ। মধ্যের ৩টিতে جلب منفعت তথা উপকার অর্জনের দিক নির্দেশনামূলক কথা বলেছেন।

তাই হারাম কাজ বর্জন করতে হবে। তাহলে এবাদতের উপকার সঠিক ভাবে অর্জিত হবে। যেমনিভাবে ডাক্তার রোগ নিরাময়ের জন্য দু'টি ব্যবস্থা দেয়-

(১) ঔষধ সেবন করা।

(২) ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ বস্তু বর্জন করা। ঔষধের উপকার তখনই হবে, যখন নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করবে। তাই রাসূল সা. এমনই ব্যবস্থা দিয়েছেন যে, প্রথমে হারাম কাজ ত্যাগ কর অত:পর যদি নফল এবাদত বেশী নাও করতে পার, তা সত্ত্বেও তোমাকে অধিক এবাদতকারী হিসেবে গন্য করা হবে। তার উপমা এমন যে, মনে কর এক ব্যক্তি রোজা, তিলাওয়াত, জিকির ইত্যাদি করে কিন্তু তার সাথে গোনাহ ও করতে থাকে। অপর এক ব্যক্তি যে জীবনে একটি নফল এবাদত করেনি; কিন্তু জীবন ভর একটি গোনাহও করেনি, তাহলে উভয়ের মধ্যে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিই উত্তম হবে, যে কোন গোনাহ করেনি। হাশরে তাকে নফল এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবেনা। গোনাহ কেন করা হল, তা জিজ্ঞেস করা হবে। কোরআনে বলা হয়েছে- من يعمل مثقال ذرة شرًايره একটি হাদীসে এসেছে যে, এক সময় নবীজীর মজলিসে দু'জন মহিলার আলোচনা চলছিল। এক মহিলা অধিক পরিমাণে এবাদত করতো। নফল আদায় করতো, কিন্তু বদ জবান ছিল। কথা-বার্তায় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দিত। অপর মহিলা কেবল ফরজ ওয়াজিব সুন্নত পালন করতো, নফল আদায় করতো না; কিন্তু জবান খুবই মিষ্ট ছিল। কাউকে কষ্ট দিত না। তার প্রতিবেশীরা তার ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল। নবীজী সা. বলেন- ঐ দ্বিতীয় মহিলা হচ্ছে উত্তম।

পূর্বে উলে- খ করেছি যে, আমাদের প্রত্যেকের অন্ড়রে নফল এবাদতের গুর"ত্ব ও আবেগ রয়েছে। কিন্তু গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার কোন গুর"ত্ব ও চিন্ড়া আমাদের নেই। কোন কোন গোনাহের কাজকে গোনাহ জানলেও লিপ্ত থাকি। আবার অনেক গোনাহকে গোনাহই মনে করিনা, মনের আবেগে-খাহিসের তাড়নায় গোনাহ করে ফেলি। অথচ গোনাহ হচ্ছে র"গের মত। রোগকে রোগ মনে করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। তেমনি গোনাহকে ক্ষতিকর মনে করে বাঁচার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনেক গোনাহ থেকে আমরা বেঁচে থাকি, যেমন- চুরি করা, জিনা করা ইত্যাদি। আরও কিছু গোনাহ রয়েছে যেগুলোকে স্বাভাবিক মনে করে থাকি। অহরহ গোনাহে লিপ্ত যেমন- অন্যের গিবত করা, নিন্দা করা, সমালোচনা কর। এগুলোতে মানুষ

অহরহ লিপ্ত। দু চারজন এক জায়গায় একত্রিত হলেই গিবত নিন্দা ও সমালোচনায় বিভুর হয়ে পড়ে। কেবল শুনে শুনেই অন্যের সমালোচনায় মেতে উঠে যা বাস্ড়বে মিথ্যাও হতে পারে। শুনা কথাকে যাচাই না করেই সমালোচনা করে গোনাহের পাহাড় করে নিচ্ছে। অথচ হাদীসে রাসূল সা. বলেন- كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع - শুনা কথা যাচাই না করে অন্যের নিকট বলা ও সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ কোন কথা কেবল শুনেই সমালোচনাকারী মিথ্যুক হয়ে যায়। এ জাতীয় গোনাহ সর্বস্ড়রে বহুল প্রচলিত। মানুষ বলে যে, আমি তো সুদ খাচ্ছি না, হারাম খাচ্ছি না, জোয়া খেলছিনা, পরহেজগারী দেখায়, অথচ অন্যের গিবত ও নিন্দা সমালোচনা করে নেকী নষ্ট করছে যা ঠেরও পাচ্ছে না। এবং যার দায়িত্ব নিয়ে, সময় নিয়ে কাজ করছে তার যে সময় নষ্ট করে নিন্দায়, সমালোচনায় সময় কাটায়, এ সময়ের বেতন, ভাতা তার জন্যে কেমন করে হালাল হবে? তা কি একবারও ভাবা হচ্ছে? তেমনি বিক্রেতা এক কোম্পানীর মালকে ধোকা দিয়ে উন্নত কোম্পানীর দাবী করে মাল বিক্রয় করছে, মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে হারাম টাকা উপার্জন করছে, আবার বলছে হারাম খাচ্ছি না, তা কি ভাবা হচ্ছে? সুতরাং اتق المحارم تكن اعبد الناس বলে প্রকৃত এবাদতের রূপরেখা দিয়েছেন। এবাদত শুধু রাতে উঠে নফল নামাজ পড়া, নফল রোজা রাখাকে বলেনা; বরং সাথে হারাম কাজ বর্জন করে চলতে হবে। তাহলে অধিক এবাদতকারী গণ্য হবে। বিশেষত: কথ্য অনেক বিষয় যা হারাম, যার মধ্যে অনেক লোক লিপ্ত, জবান ও চোখের অনেক গোনাহ রয়েছে, যা অনাকাঙ্খিত ভাবেও হয়ে যায়। জবান হচ্ছে একটি চামচের মতো, চামচ দিয়ে যেভাবে তরকারী ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক, পাত্র থেকে উটানো হয়, তেমনি দিল থেকে জিহবা দিয়ে অনেক ভাল-মন্দ কথা, নিন্দা ইত্যাদি করা হয়। অপর একটি হাদীসে নবীজী সা. বলেন- মানুষকে তার মুখ নিচের দিকে ও পা উপর দিকে দিয়ে জিহবার উপর ভর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে কেবল মুখের কথা; নিন্দা; ইত্যাদির কারণে। তাই উচিৎ হচ্ছে যেন যথায় তথায় গিবত, নিন্দা, মিথ্যা কথা না বলি। এগুলো হচ্ছে জগন্যতম হারাম।

হাদীসের ২য় কথাটির ব্যাখ্যা:-

রাসূল সা. বলেন- আল- াহ পাক তোমার ভাগ্যে যা নেয়ামত লিখে রেখেছেন, তার উপর তুমি সন্তুষ্ট থাকো। যদি তুমি আল- াহর বন্টিত অংশের উপর সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তুমি সর্বাধিক গণী হয়ে যাবে। এখানে আরবী শব্দ غنى ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ মালদার, ধনাঢ্য। তবে غنى শব্দের প্রকৃত অর্থ ধনাঢ্য বা মালদার নয়। তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কারো মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী না হওয়া। যার নিকট সব প্রয়োজনীয় আসবাব রয়েছে, সে কারো মুখাপেক্ষী হয় না। এধরণের লোককেই غنى (গনী) বলা হয়। অপর এক হাদীসে বলেন- ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس প্রকৃত ধনী হচ্ছে আত্মার ধনী, অর্থাৎ মাল সম্পদের প্রাচুর্যতায় ধনী হয় না; প্রকৃত ধনী হচ্ছে যে অল্পে তুষ্ঠ হয়ে মনে করবে আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট। কারণ ক্ষুধার সময়তো টাকা বা স্বর্ন আহার করা যায় না, টাকায় নিদ্রা দেয় না; বরং টাকা ওয়ালারা বেশী পেরেশানীতে লিপ্ত থাকে। তাই যার আত্মা প্রশান্ড়ি লাভ করে অল্পে তুষ্ঠ থাকে, সেই হচ্ছে মালদার, ধনী। তাই প্রকৃত ধনীর জন্যে নবীজী দু'টি উপদেশ দিচ্ছেন-

১) অল্পে তুষ্ঠ থাকো।

২) رضاء بالقضاء তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। এর দ্বারাই প্রকৃত বরকতের অধিকারী হওয়া যায়। কারণ দুনিয়ার সব চাহিদা তো কখনই পূরণ হয়না। প্রতিদিনই নতুন নতুন চাহিদা বাড়তে থাকে। চাহিদার কোন শেষ নেই। গাড়ী, বাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স, জমী, অট্টালিকা, বিমান, চিরদিনের রাজত্ব সহ কতই চাহিদা থাকে। সব কি জগতে কারও পক্ষে পূর্ণ হচ্ছে? চাহিদার রয়েছে দু'টি দিক-

১) শত চাহিদা জীবনেও পুরণ হয়নি, এজন্য হতাশায় ভোগতে থাকা যে আমার অনেক চাওয়া পূর্ণ হলো না। এই হলো না, সেই হলো না, হায় হায়.....। হতাশ করবে কত। তাক্বদীরের অংশের বেশী তো কোনো ভাবেই মিলবেনা। তাই হতাশা বর্জন করো বা না করো, তাকদীরের অংশে বাড়তি কমতি হবে না।

২) যা পাওয়া যাচ্ছে, অল্প হলেও খুশি মনে গ্রহণ করে তুষ্ঠ থাকা। আল- াহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। এটা ছাড়া তো কোন উপায়ই নেই। তাই অল্পে তুষ্টি বরকতের চাবিকাঠি।

মাল-সম্পদ উপার্জনের পথ ও পদ্ধতি:-

মাল-সম্পদ উপার্জন হচ্ছে একটি এবাদত। তবে তার জন্য রয়েছে ৩টি মৌলিক শর্ত-

১) মাল-সম্পদ উপার্জনে যেন কোন ভাবেই না জায়েয পন্থা ও সময় অপচয় না হয়। অর্থাৎ হারাম পদ্ধতি ও অন্যায় সময় (যে সময়টি অন্যের কাজের জন্য নির্ধারিত) দ্বারা যেন সম্পদ উপার্জন হয় না।

২) পূঁজি ও লভ্যাংশ উভয়টি যেন হালাল ও জায়েয হয়।

৩) নিয়মিত পরিমিত সময় দেওয়া, এমন নয় যে, সকাল থেকে বিকাল প্রত্যহ লেগেই থাকা। যাতে এমন লোভ হয় যে, উপার্জন হয়েছে, আরও হতো, আরোও হতো, এভাবে লোভে পড়ে থাকা, এধরনের সময় দিয়ে ঝাক বেধে থাকা ঠিক নয়। এবাদতে সময় দিতে

হবে। শরীরের ও আত্মীয়েরও হক্ব রয়েছে, তাতেও সময় দিতে হবে। টাকা পয়সা সম্পদ হচ্ছে মানুষের খাদিম। তাকে মাখদুম বানানো ঠিক নয়। তার পিছনে জীবন দিয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করা ঠিক নয়।

শিক্ষনীয় ঘটনা:-

শেখ সা'দী রহ.'র গুলেস্ড়াঁ কিতাবে একটি ঘটনা লিখেছেন যে, আমি এক সময় সফর করে একটি শহরে এক ব্যবসায়ীর ঘরে মেহমান হলাম। সে ব্যবসায়ী ছিল অনেক বিত্তবান, সম্পদশালী। তার বয়স ছিল প্রায় ৭০ বৎসর। খানা খেতে তার সাথে বসে আলোচনা করছিলাম, আমি বললাম যে, ভাই আল- াহ পাক তো আপনাকে অনেক মাল দৌলত দান করেছেন, এখন আপনার কী উদ্দেশ্য রয়েছে? সে বললো- আমি দুনিয়াতে অনেক দেশ সফর করেছি, আল- াহ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন, তবে এখন আমার একটি কামনা রয়েছে যে, আমি সর্বশেষ বাণিজ্যিক ভ্রমণ করতে চাই। তারপর নিজ স্থানে শেষ জীবন কাটাবো। আমি বললাম- শেষ ভ্রমণ কোন দেশে করতে চাও। সে বলল যে, আমি ইরান থেকে গন্দক ক্রয় করে চীন গিয়ে চিনা মাটির বর্তন ক্রয় করে ঐ বর্তন র"ম দেশে বিক্রয় করে র"মের রেশম খরীদ করে হিন্দুস্থানে বিক্রয় করবো। আর হিন্দুস্থান থেকে লোহা খরীদ করে হাল্বে বিক্রয় করবো, আর হাল্বের আয়না খরীদ করে ইয়ামনে বিক্রয় করবো আর ইয়ামন থেকে চাদর ক্রয় করে ইরানে বিক্রয় করবো। তারপর সফর সমাপ্ত করে এক দোকানে বাকী জিন্দেগী কাটাবো। তারপর শেখ সা'দী রহ.'কে মন্ড়ব্য করতে বললো!

দেখেন! ঐব্যক্তি কেমন ভ্রমনের আশা করছে। যে ভ্রমনে কতটি দেশ ও কি কি ব্যবসার চাহিদা রয়েছে! সে ভ্রমন সমাপ্ত করতে কত বৎসর লাগবে? সে কি মরণের চিন্ড়া করছে?

অপর এক হাদীসে রাসূল সা. বলেন- যদি মানব সন্ড়ানকে একটি স্বর্ণের ভান্ডারের মালিক বানানো হয়, তাহলে সে আরেকটির মালিক হতে চাইবে। দু'টির মালিক হলে, তৃতীয় আরেকটির মালিক হতে চাইবে। আদম সন্ড়ানের পেট কখনো ভরবেনা। কেবল কবরের মাটিই তার পেট ভরে দিবে। দুনিয়া কামানোর ব্যাপারে সব সময় নিজের চেয়ে নিম্ন মানের ব্যক্তির প্রতি তাকানো উচিৎ যে, আমি তিন বেলা পরিতৃপড় হয়ে খাচ্ছি, অথচ সে দু'বেলাও খাবার পাচ্ছে না। এভাবে দৃষ্টি রাখলে অল্পে তুষ্টি হবে। আল- াহ পাকের শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম হবে। আজ কাল সম্পদে তুষ্ঠ না হয়ে, সন্ড়ানদিগকে বিদেশ পাঠিয়ে নিজে প্রকৃত আরাম ও শান্ড়ি থেকে বঞ্চিত। মরণকালেও সন্ড়ানের চেহারা দেখা সম্ভব হচ্ছে না। এর চেয়ে কি আর হতাশা হতে পারে? তবে অল্পে তুষ্টি অর্থ এই নয় যে, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি ছেড়ে বসে থাকা; বরং ব্যবসার পরিধি রোজগারের উন্নতি বাড়ানো তাও এবাদতে গণ্য, তবে হারাম থেকে বাচা হালাল কামানো এবাদতে সময় দেওয়ার মাধ্যমে হতে হবে।

(চলবে)

ইসলাম এবং আমি

ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্র ও রাসূল সা.এর ভূমিকা, আমাদের করণীয়

মাও. বুরহানুদ্দীন

হক্ব বাতিলের দ্বন্ধ চিরন্ড়ন সত্য। আদম সৃষ্টিলগ্ন থেকেই হক্ব বাতিলের দ্বন্ধ চলে আসছে। যখনই বাতিল মাথা চড়া দিয়ে উঠেছে, তখনই আল- াহ হক্ব প্রেরণ করে বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। বাতিল যখন নামর"দের রূপ ধারণ করে এসেছিল, তখন হক হিসেবে হযরত ইব্রাহীম আ. আভির্ভূত হয়েছিলেন। বাতিল যখন ফেরআউনের রূপ ধারণ করে এসেছিল, হক তখন হযরত মূসা. আ. এর রূপ ধারণ করে এসেছিল। এসকল বাতিলের মোকাবেলা কিরূপ করা হয়েছিল, তার বিবরণের দিকে যাব না, তার বিস্ড়ারিত বিবরণ কুরআন ও হাদীসে উলে- খ আছে। এ ধারাবাহিকতায় আমাদের নবী সা. যখন এ ধরাতে তাশরীফ এনেছিলেন, তখন বাতিল ইয়াহুদী, খৃষ্টান, মুনাফিক রূপ ধারণ করে এসেছিল। সে সময় এ সকল বাতিল কিভাবে হকের বির"দ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল? এ ষড়যন্ত্রের কারণ কি? বর্তমানে তাদের ষড়যন্ত্রের রূপরেখা কি? রাসূল সা. এগুলোর মোকাবেলা কিরূপ করেছিলেন? আমাদের করণীয় কি? তা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

রেসালত যুগে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের দৃষ্টান্ড়:-

পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। ইহুদীরা মুসলমানদেরকে সমূলে শেষ করে দিতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নেতৃস্থানীয় ক'জন ইয়াহুদী আরবের অন্যান্য সকল কাফির গোত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে

মক্কার কুরাইশ, বনু সালীম, বনু গাতফান, বনু আসাদ, আশজা ফাজারাহ, বনু সুররাহ এসকল গোত্রের কাফিরদের সমন্বয়ে বহুজাতিক বাহিনী গঠন করত: সকলে এক সঙ্গে মদীনা আক্রমনের পরিকল্পনা আটে! প্রায় ১০ হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিত আক্রমন চালায়। পরবর্তী ঘটনা সকলেই জানেন। অবশেষে আল- াহ মুসলমানদের কে বিজয় দান করেন।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের দৃষ্টান্ড়:-

তাবুক হতে প্রত্যাবর্তনের পর কতিপয় মুনাফিক পরামর্শ করল যে, যখন মহানবী সা. পাহাড়ের উচুঁ সর“পথে আরোহন করবেন, তখন ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে তাকে হত্যা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে এসকল ষড়যন্ত্রকারীরা হুজুর সা. এর সাথে চলতে লাগলো। রাসূল সা. ওহীর মাধ্যমে তাদের এ ষড়যন্ত্রের সম্পর্কে অবহিত হয়ে গিয়েছিলেন। অতপর তিনি পাহাড়ের সর“ রাস্ড়ার নিকট পৌছে বললেন- যার ইচ্ছা হয় সে এই পর্বতের উপত্যাকার প্রশস্ড় রাস্ড়া দিয়ে যেতে পারো অথবা পাহাড়ের সর“ পথ দিয়ে যেতে পারো। এই বলে নিজে পাহাড়ের উপর সর“ রাস্ড়া দিয়ে যেতে লাগলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা মোক্ষম সুযোগ বুঝে রাত্রের অন্ধকারে মূখোশ পরিধান করে এই সর“ পথ দিয়ে আসতে লাগলো। মহানবী সা. এর সঙ্গে তখন হযরত হুযায়ফা ও হযরত আম্মার রা. ছিলেন। হযরত হুযায়ফা রা. পিছনে পিছনে ছিলেন। হুজুর সা. উক্ত সর“ পথে আরোহন করলে পিছন হতে উলে- খিত অভিশপ্ত দলের আগমনের আওয়াজ শুনলেন। মহানবী সা. এর চেহারায় তখন ক্রোধের লেলিহান শিখা জ্বলছিল। তিনি তাদেরকে পিছনে বিতাড়িত করার নির্দেশ দিলেন। হযরত হুযায়ফা রা. পিছনে ফিরে তাদের উঠের উপর তীর নিক্ষেপ করলেন। যখন তারা হযরত হুযায়ফা রা.'র সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন ঘটনা জানাজানি হয়ে গেছে ভেবে তারা ভীত হয়ে দ্র“তগতিতে পিছনে ফিরে কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেল। হযরত হুযায়ফা রা. তাদের বিতাড়িত করে ফিরে এলেন। মহানবী সা. দ্র“ত উঠ চালানোর আদেশ দিলেন। অত:পর সর“ রাস্ড়া অতিক্রম করে উপত্যকা ঘুরে আসা কাফেলার অপেক্ষায় রইলেন। এখানে ষড়যন্ত্রকারীদের ২টি দৃষ্ঠান্ড় পেশ করলাম। এছাড়াও তাদের ষড়যন্ত্রের অনেক দৃষ্ঠান্ড় রয়েছে যা সিরাতের কিতাবে বিদ্যমান।

ষড়যন্ত্রের কারণ:-

আল- াহ তা'য়ালা বলেন- ولن ترضى عنك اليهود ولا النصرى حتى تتبع ملتهم - الاية। উলে- খিত আয়াতে মহান আল- াহ তার নবী সা.কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলমানরা যতদিন পর্যন্ড় তাদের প্রভূ প্রদত্ব দ্বীন ইসলামকে পরিত্যাগ করে ইয়াহুদী-খৃষ্ঠানদের ধর্ম গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ড় ইয়াহুদী ও খৃষ্ঠানরা মুসলমানদের প্রতি সদ্ভাব পোষণকারী হবে না। তাদের আন্ড়রিক কামনা ও লক্ষ্য একটিই! আর তা হচ্ছে- সমগ্র মুসলিম জাতি ইয়াহুদী বা খৃষ্ঠান ধর্ম গ্রহণ কর“ক। আর দুনিয়াতে ইসলামের নাম নিশানা পর্যন্ড় বাকী না থাকুক। এ কারণেই ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বির“দ্ধে ষড়যন্ত্র করেই আসছে।

বর্তমান দুনিয়াতে ইয়াহুদী খৃষ্ঠানদের ইসলাম ও মুসলমানদের বির“দ্ধে ষড়যন্ত্র করার ঐ একই কারণ। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভাষন নিম্নে উলে- খ করা হচ্ছে। তা থেকে কিছুটা অনুধাবন করা যায়-

" মাননীয় সভাপতি, কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ ও মার্কিন জনগন!

আজকের রাতে আমি অত্যন্ড় গর্বের সাথে আপনাদের বলছি, শেতাঙ্গ ইয়াহুদী খৃষ্ঠান ঐক্য বর্তমানে অত্যন্ড় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আমাদের ইতিহাসে এ রকম আর কখনো হয়নি। আজ আমি আপনাদেরকে একথা জানাতে গর্ববোধ করছি যে, তালেবান নির্মূল হয়ে গেছে। কাবুল স্বাধীন হয়ে গেছে। মোল- া ওমর ও ওসামা বিন লাদেন হয়তো শেষ হয়ে গেছে, কিংবা গ্রেফতারের পথে। এদিক ওদিক লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি একথা জানাতেও গর্ববোধ করছি যে, আফগান নারীরা চিরদিনের জন্য বোরকা হতে মুক্ত হয়ে গেছে। আফগানিস্ড়ানের মেয়েরা স্কুলে ফিরে এসেছে। পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় নির্দশন টেলিভিশন আফগান নাগরিকদের জীবনে আবার স্থান করে নিয়েছে। আমাদেরকে অনেক ইসলামী আরব রাষ্ট্র অতিক্রম করতে হবে। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ড় নিস্ড়েজ হব না, যতক্ষণ প্রত্যেক মুসলমান নিরস্ত্র, দাঁড়িবিহীন, ধর্মহীন, শান্ড়িপ্রিয় ও মার্কিন প্রেমিক না হবে। মুসলিম নারীরা তাদের শরীর থেকে হিজাববৃত্তি করা ছেড়ে না দিবে। আল- াহর ফজলে আমরা সাদা চামড়ার সভ্যলোক এই বিশ্বের উপর আমাদের স্বাধীন চিত্তাকর্ষন ও সুন্দর আকীদা বিশ্বাস চাপিয়ে দিয়েই ক্ষ্যান্ড় হব। আজ থেকে সব সময়ের জন্য সকল স্থানে মদ ও নেশা পান করতে পারবে। যৌনক্ষুধা স্বাধীনভাবে মেটাতে পারবে। আমাদের যে সকল কোম্পানী নগ্ন ছবি ও যৌন ছবি তৈরী করে নিকট ভবিষ্যতে তা কোন ধরণের অবরোধ ও নিষেধ ছাড়াই বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌছে যাবে।" (সংক্ষেপিত: বিশ্বায়ন, সম্রাজ্যবাদের নতুন ট্রাজেডী)

বর্তমান প্রেক্ষাপট: ইয়াহুদী খৃষ্ঠানদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ:-

প্রিয় পাঠক! উপরে উলে- খিত জর্জ বুশের বক্তব্যের আলোকে তাদের ষড়যন্ত্র ও মনোভাবটা কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছেন। তা ছাড়া বর্তমান

প্রেক্ষাপটে তাদের ষড়যন্ত্রের আরো কিছু রূপরেখা তুলে ধরছি।

(ক) পূর্বে উলে- খ করেছি, তাদের আকাঙ্কা হল মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মের অনুসারী বানানো। এ আকাঙ্কা বাস্ড়বায়নে আমাদের এ মুসলিম প্রধান দেশে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন সব বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, যা পাঠ করে মুসলিম পরিবারের সন্ড়ানরা খৃষ্টানদের পদলেহী গোলামে পরিণত হচ্ছে।

(খ) ভারত উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময় এমন সকল শিষ্য শাগরিদ এদেশগুলোতে রেখে গেছে এবং এদেশগুলোতে সহশিক্ষা নামে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে রেখে গেছে, যে শিক্ষা কার্যক্রম অনুসারে পাঠ গ্রহণের সাথে মানুষ আকার আকৃতিতে পাকিস্ড়ানী, হিন্দুস্ড়ানী, বাংলাদেশী হলেও মন-মস্ড়িষ্ক ও চিন্ড়া চেতনার দিক দিয়ে তারা হবে তাদের মতাদর্শের। তাই তো লর্ড ম্যাকেলে বলেছিল- উপমহাদেশে আমাদের এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে এদেশে এমন এক শ্রেণী তৈরী হবে, যারা বর্ণ আকৃতিতে ভারতীয় (পাকিস্ড়ানী বাংলাদেশী) হবে; কিন্তু মন-মস্ড়িষ্কের দিক দিয়ে হবে ইউরোপিয়ান ও ইংরেজ।

(গ) অর্থনৈতিক সূদী ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(ঘ) মুসলমানদের ঘরে ঘরে টেলিভিশন ও ভি.সি.আর. পৌছে দেয়া। এর মাধ্যমে নারীদেরকে বেহায়া বানিয়ে তাদের সতিত্বের পরিবর্তে যৌনাচারে উজ্জীবিত করা।

(ঙ) সেবার ছদ্মবরণে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। সে জন্য সেবার ছদ্মবরণে পাঠিয়েছে এন.জি.ও.।

(চ) জন সংখ্যা বিষ্ফোরণ নামক জু জু বুড়ীর ভয় দেখিয়ে পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ বাস্ড়বায়ন।

এই হল তাদের ষড়যন্ত্রের কিঞ্চিত আলোচনা।

রাসূল সা. এর ভূমিকা ও আমাদের করণীয়:-

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ইয়াহুদী খৃষ্ঠান ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সকল ষড়যন্ত্রের মূখে মহানবী সা. হাল ছেড়ে বসে থাকেননি। এবং নীরবে নিশ্চুপ থেকে তা হজম করেননি; বরং তাদের প্রতিটি ষড়যন্ত্রের বির"দ্ধে যথা সময়ে কঠোর ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও কুমতলবকে গুড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তাদেরকে শাস্ড়িও প্রদান করেছেন। তাই আজ সময় এসেছে দুশমনদের প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রকে গভীর ভাবে অনুধাবন করার এবং মুসলিম স্বাধীন দেশে সর্বস্ড়র থেকে তাদের ষড়যন্ত্রকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সঠিক ইসলামী বিধি-বিধান বাস্ড়বায়ন করা। তাই আমাদেরকে উজ্জীবিত হতে হবে মহানবীর সেই জিহাদী প্রেরণায়। রাসূলের সুন্নতী পথ ধরে চলতে হবে ইয়াহুদী খৃষ্ঠান নাস্ড়িকদের মোকাবেলায়।

স্বাধীনতার আসল রূপ

ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতা

এম আল মামুন

স্বাধীনতা প্রতিটি ব্যক্তির অন্ড়রের চাওয়া- পাওয়া বিষয়। স্বাধীনতা ছাড়া কোন ব্যক্তি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। উন্নত ও আদর্শিক র"চিশীলতার জন্যে চাই স্বাধীনতা। তবে স্বাধীনতা বলতে স্বেচ্চাচারিতা নয়; বরং স্বাধীনতার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা নির"পিত আছে। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতা আপন মতলব অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থে বাঁধা হয়ে দাড়ায় বলে কেহ কেহ ধর্মবির"দ্ধ শে- াগান দেয়। ইসলাম স্বাধীনতার যে সবক দুনিয়ার মানুষের সামনে পেশ করেছে তা মানবতাকে বাচিয়ে রাখার সঠিক পন্থা যার কোন বিকল্প নেই। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মানব রচিত মত বা পথ তা দিতে পারেনি। ক্বিয়ামত পর্যন্ড় পারবেওনা। ইসলাম সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছে। নিম্নে কয়েকটি দিক তুলে ধরেছি। যথা:-

ব্যক্তি স্বাধীনতা:-

ইসলাম ব্যক্তির দেহ, ইজ্জত, আবর" ও সম্পদ সম্পত্তি সংরক্ষিত রাখা তথা ব্যক্তির সর্বাধিক অধিকার রক্ষার জন্য ও স্ব স্ব গন্ডিতে সঠিক ভাবে চলার জন্য রাষ্ট্র কে দায়িত্বশীল বানিয়েছে। একজন অপরজনের সীমানায় হস্ড়ক্ষেপ করা থেকে বারণ করেছে। ব্যক্তি নিজ দেশের যেখানে-সেখানে এবং দেশের বাইরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করার স্বাধীনতা ইসলামে স্বীকৃত। আল- াহ পাক তার কালামে ইরশাদ করেন- يعبادى الذين امنوا ان ارضى واسعة فاياى فاعبدون - "হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ড়। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।" এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই জমিনের প্রকৃত মালিক আল- াহ। তাই দেশ ত্যাগে বাধা দেওয়া কারও অধিকার নেই। যদি বাঁধা দেয়া হয়, তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে।

ঈমান ও ইবাদতের স্বাধীনতা:-

ইসলাম কোন মানুষকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করে না। আল- াহ বলেন- "দ্বীন গ্রহণ করানোর ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্ড়ি চলবেনা।" অন্যত্র আল- াহ বলেন- انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو اعلم بالمهتدين - " আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল- াহ তা'য়ালাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে

সৎপথে আসবে, আল- াহই ভাল জানেন।"

তবে হেদায়াতের জন্য দাওয়াত দেওয়া যাবে। হযরত আদম আ. হতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ড় সকল নবী-ই এই দাওয়াতের কাজ করেছিলেন। এমন কি হযরত নূহ আ. সাড়ে নয়শত বৎসর পর্যন্ড় দাওয়াত দিয়েছিলেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের এই দাওয়াতের বদৌলতে অসংখ্য কাফির, মুশরিক ইসলামের ছাঁয়ায় এসে সোনার মানুষে রূপান্ড়রিত হয়েছে। বর্তমানে যেহেতু নবী দুনিয়াতে নেই, তাই সেই নবী ওয়ালা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আমাদের উপর অর্পিত। আল- াহ বলেন- " তোমরা সর্বশ্রেষ্টজাতি তোমাদেরকে বাহির করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে।"

ইসলাম নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা দিয়েছে। কেহ যদি নফল ইবাদত না করে তাহলে তাহাকে জোর-জবরদস্ড়ি করা যাবেনা। তবে ইবাদতের লাভ কি এবং না করলে ক্ষতি কি, সে বিষয়ে বুঝানো যাবে। যা বর্তমানে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে হয় এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পিতা-মাতা সন্ড়ানদের কে ফরজ ইবাদতে বাধ্য করতে পারবে অভ্যস্ড় করানোর জন্য। যেমন কোন সন্ড়ান যদি নামাজ না পড়ে, রোযা না রাখে, তখন ঐ সন্ড়ানকে পিতা-মাতা শাসাতে পারবে এবং প্রয়োজনে শাস্ড়ি ও প্রদান করতে পাবে ইসলাহের জন্য। কেননা রাসূল সা. বলেছেন: "যখন সন্ড়ানের বয়স ৭ বছর হয়, তখন তাকে নামাজের হুকুম দাও, যখন ৯ বছর হয়, নামাজ না পড়লে বেত্রাঘাত কর।"

ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষক ছাত্রদেরকে তা'লীমের ক্ষেত্রে নামাজ, কোরআন পড়ার জন্য বাধ্য করতে পারবে। প্রয়োজনে 'দরদে নবুওয়াত' এর মন-মানসিকতা নিয়ে ইসলাহ করার নিয়তে শাসনও করতে পারবে। নিজের রাগ ও মনের চাহিদা মিটানোর জন্য নয়।

কর্মের স্বাধীনতা:-

ইসলাম শরীয়ত সম্মত যে কোন কাজই করার সুযোগ দিয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তিকে ব্যবসায়, শিল্প ও কৃষি ইত্যাদি বিভিন্ন উপার্জন কাজে শুধু স্বাধীনতা-ই দেয়নি; বরং সেজন্যে উৎসাহ প্রদান করেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে শুধু পুর"ষের জন্য। তবে মহিলারাও বিশেষ অসুবিধার দর"ন কর্মে যেতে পারবে শরীয়তের আইন মেনে চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের কিছু কিছু বুদ্ধিজীবিরা বলে ইসলাম মহিলাদেরকে ঘরে বন্দি করে রেখেছে। আর সেই সূরে সূর মিলিয়ে আমাদের দেশের কিছু 'নারী এই বলে শে- াগান দেয় "বদ্ধ ঘরে থাকব না, স্বামীর কথা মানব না" এই দূষিত সয়লাবে আজ দেশে ধর্ষন, ইভটিজিং, এইডস এর সংখ্যা অধিকহারে দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মহিলারা দিবালোকে লাঞ্চিত হচ্ছে। উহা আল- াহর বিধান পর্দাকে পরিত্যাগ করার অভিশাপ।

যাই হোক, আমি বলতে ছিলাম কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা। এই স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে কারো যেন এক বিন্দু ক্ষতি সাধিত না হয়। সে দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। আমাদের দেশে কর্মচারীরা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় ধর্মঘট করে, এতে জনসাধারনের জীবনে কঠিন বিপর্যয় নেমে আসার আশংকা রয়েছে। তবে কর্মচারীরা যদি কাজ অনুযায়ী মজুরী না পায়, তাহলে ন্যায্য মজুরীর দাবী ও প্রয়োজনে চাপ সৃষ্টি করতে পারবে।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা:-

ইসলামে মত পোষণ ও প্রকাশের স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুর"ত্ব দিয়েছে। এ অধিকার হরণ করার অধিকার কারো নেই। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। কেহ যদি বাস্ড়ব কথা বলে বা লিখে তা যদি ব্যক্তি বিশেষের বিরোধী হয়, যার দর"ন সমাজে তাদের বাস্ড়ব চিত্র প্রকাশ হয়ে যায়, তখন ঐ লোকের মূখ এবং কলমকে স্ড়ীমিত রাখা হয় যাতে সমাজে মানুষের চোখে বাস্ড়ব নাটক ফুটে না উঠে, সেজন্য মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মূলক মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়। এতে ব্যক্তির মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে লোপ করা হচ্ছে। সুতরাং ব্যক্তির চিন্ড়া ও প্রতিভা বিকাশের জন্যে ব্যক্তির মতের স্বাধীনতা থাকা একান্ড়ই অপরিহার্য। এ না থাকলে মুসলমানরা তাদের দ্বীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হবে না। কেননা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ তো মুসলিম মাত্রই কর্তব্য। আর চিন্ড়া ও মতের স্বাধীনতা থাকলেই একাজ বাস্ড়বায়িত করা সম্ভব।

তবে যিনি মতামত প্রকাশ করবেন তার জন্য করণীয় হলো মত প্রকাশ করতে সামগ্রিক কল্যাণ ও আল- াহর সন্তুষ্টিই হতে হবে মূল লক্ষ্য । এ স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে শরীয়তের গন্ডি অতিক্রম করা যাবে না; বরং তা পরিপূর্ণ বজায় রেখে মতামত ব্যক্ত করতে হবে।

বিধর্মীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা:-

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের জন্যও পুর্ণ মাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা থাকে, তা বিধর্মীদের জন্যও। কেননা ইসলামী দেশে অমুসলিমরা যে বিরাট অধিকার ও সর্ববিধ সুবিধা লাভ করেছে, তা পৃথিবীর অন্য কোন মতবাদ দিতে পারেনি। পারবেও না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে তথা বাংলাদেশেও স্বাধীনতার যে শে- াগান দেয়া হচ্ছে তা কেবল ব্যক্তি বা দলের স্বেচ্ছাচারিতা ও মতলব হাসিলের কর্মতৎপরতা। যা সকলের সামনে ভাসমান। অথচ এদেশ মুসলমানদের দেশ, যে দেশ প্রায় ৯০

ভাগ মুসলমানদের স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু বর্তমান কর্মকান্ডে তা উপলব্ধি করা যায় না, কেননা নিরপরাধ লোকদেরকে দিবালোকে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হচ্ছে। এবং ৫ই মে হেফাজাতে ইসলামের শান্ড়িপূর্ণ সমাবেশে রাতে জিকিরে মশগুল সত্যিকারের নবীপ্রেমীকদেরকে নির্মমভাবে শহীদ করেছে, যা 'কালরাত' হিসেবে চিরদিন অংকিত থাকবে, এদেশের তৌহিদী জনতার হৃদয় গহীনে। পত্র-পত্রিকা খুললে দেখা যায়, রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। প্রত্যহ বে-হিসাব মানুষকে হত্যা, গ্রেফতার, গুম করা হচ্ছে। কী তাদের অপরাধ! কেন এত নির্যাতন? কেন এত নিপীড়ন? তাদের একটিই অপরাধ যারা এই সমস্ড় কর্মকান্ড করছে বা করাচ্ছে, তারা তাদের স্ব-দলীয় নয়; বরং ভিন্ন দলীয়। তবে বাস্ড় বে যারা অপরাধী তাদের দৃষ্টান্ড় মূলক শাস্ড়ি হউক এটা আমরাও কামনা করি। বিচার করার নামে স্বজনপ্রীতি চলবে না। ইসলামে স্বজনপ্রীতি নেই, কেননা রাসূল সা. বিচার করতে গিয়ে দ্বীপ্ত কণ্ঠে বলে ছিলেন আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করত; তাহলে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

পরিশেষে বলতে চাই বর্তমান আমাদের দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলা হচ্ছে, অথচ চতুর্দিকে অশান্ড়ির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। সুতরাং সার্বিক উন্নতি ও শান্ড়ি লাভ করতে হলে শরীয়তের গন্ডিবদ্ধ হয়ে ইসলাম প্রদত্ত্ব স্বাধীনতার বিকল্প নেই।

সম্মিলিত চেষ্টা

ফিরাও চেতনা, চালাও সাধনা

শু'বায়ে তাখাসসুস

জাগো মুসলমান জাগো। আর ঘুমিয়ে নয়। তোমার স্বপ্নবিভূরতায় তোমার প্রিয় ইসলামকে হরণ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে নাস্ড়িক-কাদিয়ানীরা। এতে আরো স্বচেষ্ট হচ্ছে কাফির নাদানরা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মুসলমান রূপের নামে মুসলমান মুনাফিকেরা। চলো! তরবারী হাতে নাও, বাহাদূরের মতো দাড়াও। চুর্ণ করো তাদের সব প্রচেষ্টা। বিলিন করে দাও তাদের চোখ থেকে ইসলাম খর্বের রঙ্গীন স্বপ্ন। ফিরিয়ে আনো তোমাদের শ্রেষ্ট ধর্মকে।

সত্যিই, তোমার ধর্ম অতুলনীয়। তার তুলনা সে নিজেই।

ওহে মুসলমান! তোমার কি লজ্জা হয় না? নতশীরে কাপুর"ষের মতো ঘরের কোনে বসে আছো। তোমার ধর্মের ঐ মহা বিজয় যুগের কথার স্বরণে তোমার কি দু:খ অনুভব হয় না? এক কালে তোমার ধর্ম ছিল এমন প্রভাবিত, তার সম্মুখ পানে কাফির নাস্ড়িক মুশরিক ধর্মের ছিল শির নত। কেন? তোমার কি স্বরণ নেই, তোমার সর্দার বিশ্ব সেরা মানব সা. এর শান্ড়িময় সুনালী সেই যুগের কথা। ভুলে কি গেছ তুমি! খলীফাতুল মুসলিমীন আমীর"ল মু'মিনীন হযরত ওমর রা.এর শাসনকাল। যার ভয়ে কাফের-নাস্ড়ি করাও কাঁপতো। তবে হে জেনে রেখো! তোমার ধর্মের এই অবনতি সম্পূর্ণ তোমার গাফলতীর চাদর পরিধান করে চেতনাহীনের ন্যায় ঘুমানোর কারণে।

কেন? কেন আজ তুমি ইহুদী নাসারাদের কাছে তোমার সব কিছু বিলীন করে নির্বোধ সেজেছ। তুমি কি অনুধাবন করছো না যে, ঐ তাগুতেরা বিভিন্ন কলা-কৌশলে তোমার অজান্ড়ে তোমার সহায়তায়, তোমার সম্পদের দ্বারা তোমার ধর্মকে খর্ব করে দিচ্ছে।

দীর্ঘ দিনের এ খেয়ালহীনতার পরিণাম এখন দেখতে পাচ্ছ কি? বুঝতে পারছ কি? আজ ইহুদী নাসারাদের শাসন ক্ষমতা তোমার উপর কতটুকু প্রভাবিত? তোমার কি আক্ষেপ লাগেনা? একটি বারও কি স্মরণ হয়না মহামানবের সা. মেহনতের কথা? যিনি জাহেলী অত্যাচারের ঘুট ঘুটে অন্ধকার থেকে ইসলামের সুশীতল সমুজ্জল ছায়াতলে তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেন। আর আজ তুমি নাকি পদে পদে তাদের পদাঙ্ক ও কৃষ্টি-কালচারের অনুকরণ অনুসরণ করে আবার ফিরিয়ে আনতেছ ঐ জাহেলী যুগ।

ভেবে দেখ, তুমি সব হারিয়ে ফেলেছ, হারিয়ে ফেলেছ তুমি কাফের জাহেলদের থেকে প্রাপ্ত তোমার রাসূল সা. এর কষ্টগুলো। হারিয়ে ফেলেছ তুমি সাহাবায়ে কেরামের ইসলাম গ্রহণের নির্যাতিত হবার স্মৃতিগুলো, ভুলে গেছ তুমি বেদনাহত ঐ বেলাল, আম্মারদের ঘটনাগুলো। আজ একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ আজ তুমি একজন নামধারী মুসলমান। যা তোমার কর্ম দ্বারা প্রস্ফুটিত।

শত ভুলের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে অনুতপ্ত হয়ে, আল- াহর ভরসা সাথে নিয়ে, নিজ চেতনা শক্তি ফিরাও, র"খে দাঁড়াও ঐ অত্যাচারীদের বিপক্ষে। হিনবল বা সাহস হারা হয়ো না; বরং বিশ্বাস রেখ তুমি ঐ বানীর উপর যে, আল- াহ তা'য়ালা নিজেই তার ধর্ম রক্ষক হিসেবে যথেষ্ট। এতদসত্বেও তোমার চেষ্টার প্রয়োজন তোমার নিজ উপাকারার্থে। ইনশাআল- াহ এই বাংলার জমীনে কালেমার বিজয় নিশান একদিন না হয় একদিন উড়বেই। গাইবে মুসলিমরা ইসলামের বিজয় শে- াগান। পক্ষান্ড়রে কাফের বেদ্বীনদের সর্ব প্রচেষ্টার পতন ঘটবেই ঘটবে।

সঠিক পথ খুজি

তাক্বলীদ: কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত অনুসরণ

মুহা. কুতুবুদ্দীন

আল- াহ জাল- া জালালাহু মানব জাতিকে কেবল তারই ইবাদতের জন্য এ ধরাধমে পাঠিয়েছেন। মানুষের অস্তিত্ব থেকে শুর করে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করা অবধি যাবতীয় কর্মকান্ড তাঁর অনুগ্রহ বলেই সম্পাদন করেন। যে কর ণা ও অনুগ্রহের চাহিদা দু'টি-

১) এ মহান সত্ত্বার শান মোতাবেক মা'রেফাত বা পরিচয় করা।

২) সর্বক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ তাঁর বিধানাবলী নতশিরে সমর্পিত চিত্তে মেনে নেওয়া।

উপরোক্ত কর্মদ্বয় পালন করতে রাসুল সা. এর কর্ম ও উক্তির গুর ত্ব অনস্বীকার্য। কুরআন-সুন্নাহ কিংবা কোন একটিকে অবজ্ঞা করে আল- াহর পূর্ণ আনুগত্য ও পরিচয় লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। যা কোন সমোঝদারকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝানোর জর রত নেই। আল- াহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন- وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "আল- াহর রাসূল তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ে এসেছেন, এটাকে মজবুত হাতে আঁকড়ে ধরো এবং যা হতে নিষেধ করেন, এটাকে বর্জন করো। (সূরা হাশর- আয়াত৭)

সুতরাং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে আল- াহর রেযামন্দী অর্জনের জন্য অকপটে আল- াহ ও স্বীয় রাসূলের আনুগত্য করতে হবে এবং নিষেধকৃত পথ পরিহার করতে হবে। এক্ষেত্রে কাউকে শরীয়ত প্রণেতার পদমর্যাদায় উন্নিত করা শিরক বৈ কিছু নয়।

তবে মনে রাখতে হবে যে, কুরআন-সুন্নাহর আদ্যোপান্ড় বক্তব্য দু'ভাবে বিভক্ত-

১) যার বর্ণনা অত্যন্ড় সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ততাও বিরোধমুক্ত।

২) যে সকল বর্ণনা দ্ব্যর্থতাপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত কিংবা বাহ্যিক: বিরোধপূর্ণ।

প্রথম প্রকার হুকুম আহকাম যে কেহ অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে। কারো ব্যাখ্যার মুহতাজ হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার তথা দ্ব্যর্থতাপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত বা বাহ্যিক: বিরোধপূর্ণ বর্ণনা এর ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বীয় মেধা ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করতে পারে কিংবা কোন যোগ্য ফক্বীহ মুজতাহিদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করতে পারে। যোগ্যতা ব্যতীত নিজস্ব মেধা ও জ্ঞানের উপর ই'তেমাদ করা একটি স্পর্শকাতর ও খতরনাক ব্যাপার। কারণ কুরআন-সুন্নাহর বিশাল জ্ঞান-ভান্ডার আয়ত্ব করার পর তত্ত্বানুসন্ধান করে সঠিক সিদ্ধান্ড়ে পৌঁছা সাধারণ কথা নয়। মনের প্রিয় বিষয়কে সত্য বলে মেনে নিলাম, ফলশ্র তিতে লা'নতকে গলগ্রহ বানালাম।

পক্ষান্ড়রে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ভান্ডারের গভীর সাগরের হীরা-জওহর আহরণকারী পারদর্শী ডুবুরীর ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া নিরাপদ ও বিপদমুক্ত উন্মুক্ত রাজপথ। এটাই হলো "তাক্বলীদ"।

তাক্বলীদের সংজ্ঞা:-

আল- ামা ইবনে হুমাম ও ইবনে নজীম রাহ. বলেন- التقليد: العمل بقول من ليس قوله احدى ا لحجج بلاحجة منها "শরীয়তের দলীল নয় এমন ব্যক্তির কথাকে মান্য করে আমল করা দলীল প্রমাণ তলব করা ব্যতীত।"

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মূসা রহ. বলেন- التقليد: أن يعتمد الانسان فى فهم الحكم من الدليل على غيره، لا على نفسه - " শরীয়তের দলীল থেকে বিধান বোঝার ক্ষেত্রে নিজের উপর নির্ভর না করে অন্যের (শরীয়তের পারদর্শী ইমামের) উপর নির্ভর করাকে তাক্বলীদ বলে।"

উলি- খিত সংজ্ঞাদ্বয় হতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুকালি- দ মুজতাহিদের কথা কুরআন-সুন্নাহর বান্ড়ব সম্মত ব্যাখ্যা হিসেবে মানবে, শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশ হিসেবে নয়। এটা সীমাতিরিক্ত হীনতা বা বিনয় প্রকাশ নয়; বরং অভ্রান্ড় সত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি মাত্র। আকলে সালিমের দাবিও তাই।

উলামায়ে কেরাম রাহ. বলেন- দ্বীনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত বিষয়াবলীতে কোন মুজতাহিদের কথা মান্য করার প্রয়োজন নেই। সে সব ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা দ্ব্যর্থহীন, বাহ্যত: বিরোধমুক্ত এবং সাবলীল তাতেও তাকলীদের জর রত নেই।

কোর্ট-কাছারিতে আইজীবিগণ রয়েছেন। মামলা নিষ্পত্তির জন্য আইন শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বাদী-বিবাদী আস্থাভাজন আইনজীবি বাছাই করেন এবং তাদের পরামর্শ মোতাবেক সামনে এগুতে থাকেন। ওহে সত্যের পথিক! বলুনতো, দেশের অধিবাসীর দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রীয় সংবিধান মেনে চলা, সংবিধান লঙ্ঘন করা গুর তর অপরাধ।

মামলা নিষ্পত্তির জন্য আইনজীবির কথা মত কাজ করা কি সংবিধান লঙ্ঘন মনে করেন? বুক ভরা আশা নিয়ে বলতে পারি, বিনা দ্বিধায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলবেন, না, আইনজীবির ফরমায়েশ মত কাজ করা সঠিকভাবে সংবিধান মেনে নেয়ার উত্তম ব্যবস্থাপত্র। কারণ, সংবিধানের যাবতীয় আইন তাঁর

নখদর্পনে। সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম, জটিল ও দ্ব্যর্থতাপূর্ণ আইনের প্রশান্ড়িদায়ক ব্যাখ্যা তাঁর জ্ঞান-পরিধিতে বিদ্যমান। তাঁর পুরো জীবনটাই যে, আইন বোঝতে ওয়াক্বফ করে দিয়েছেন।

ওহে বন্ধু! তাকলীদ এর উর্দ্ধে কিছু নয়। তারপরও কি আপনি তাক্বলীদকে শিরক আখ্যা দিবেন? কী আজব ফয়সালা! কী বিস্ময়কর ইনসাফ!

নিম্নে তাক্বলীদের স্বপক্ষে একটি আয়াত ও হাদীস পেশ করবো ইনশাআল- াহ।

আল- াহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল- াহ ও তদ্বীয় রাসূল ও তোমাদের উলুল আমর কে অনুসরন করো।" (সূরা নিসা- আয়াত:৫৯)

অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে আলোচ্য আয়াতে "উলুল আমর" দ্বারা উদ্দেশ্য হল, "কুরআন-সুন্নাহর ইলমের অধিকারী ফক্বীহ-মুজতাহিদ ব্যক্তিবর্গ।" এটা আব্দুল- াহ বিন আব্বাস ও জাবের বিন আব্দুল- াহ রা. এর মত। কেউ কেউ "উলুল আমর" শব্দ দ্বারা "মুসলিম শাসকবর্গ" উদ্দেশ্য বলে মত পেশ করেছেন। তবে এতে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 'শাসকবর্গ' এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে ফক্বীহ-মুজতাহিদের কথাই মান্য করতে হবে। তদ্রূপ শাসক যদি শরীয়ত বিরুদ্ধ কিছুর নির্দেশ করেন, তাহলে এক্ষেত্রে শাসকের আনুগত্য করা যাবেনা; বরং ফক্বীহদের নির্দেশনা মোতাবেক শরীয়তের বিধান শিরোধার্য হবে।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره الا أن يؤمر بمعصية " মুসলমান ব্যক্তির উপর অপরিহার্য হলো, পছন্দ ও অপছন্দনীয় বিষয়ে শাসকের আনুগত্য করা, যতক্ষণ না তাকে গোনাহের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি তাকে গোনাহের নির্দেশ দেয়া হয়, তবে কোন আনুগত্য ও ফরমাবরদারী চলবেনা।"

(রিয়াদুস সালিহীন, হা: ৬৬৮, মুত্তাফাক্ব আলাইহি)

আলোচ্য আয়াতে আল- াহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরেই ফক্বীহ-মুজতাহিদের আনুগত্যের উলে- খ করার দ্বারা এ নির্দেশ হচ্ছে যে, রাসূলের অবর্তমানে ফক্বীহ-মুজতাহিদের তাক্বলীদ দ্বারাই প্রকৃতভাবে আল- াহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য সম্ভব। কারণ প্রত্যেকের পক্ষে শরীয়তের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়ের সমাধান কুরআন-সুন্নাহ খুজে বের করা দু:সাধ্য ও অসম্ভব। আল- াহ বান্দার উপর দু:সাধ্য ব্যাপার চাপিয়ে দেন না। ইরশাদ হয়েছে- لايكلف الله نفسا الا وسعها (সূরা বাক্বারা, আয়াত ২৮৬)

অন্যথায় প্রত্যেককে সকল কাজ-কর্ম ত্যাগ করে কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে হত। পার্থিব কাজ কর্মের চাকা অচল হয়ে জীবন যাত্রা দুর্বিসহ হয়ে পড়ত। আল- াহর ফরমান-

فلو لا نفر من كل فرقة طاءفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون " তাদের প্রতি বড় দল হতে ছোট একটি দল কেন বের হয় না, যাতে তারা (ছোট দল) দ্বীনের (বিধানাবলীর)গভীর জ্ঞান অর্জন করে এবং ভয় প্রদর্শন করে নিজ সম্প্রদায়কে যখন ফিরে আসবে তাদের নিকট। হয়ত তারা সতর্ক হয়ে যাবে। (তাওবা: আ:-১২২)

এবার আল- ামা খতীব বাগদাদীর কথা লক্ষ্য করুন:-

وأما الأحكام فضربان: أحدهما، يعلم ضرورة من حين الرسول كالصلوة الخمس والزكوة وصوم شهر رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذالك، فهذا لا يجوز التقليد فيه: لأن الناس كلهم يشركون فى ادراكه و العلم به، فلا معنى للتقليد فيه، وضرب اخر: لا يعلم الا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروع والمناكحات وغير ذالك من الأحكام هذا يسوغ فيه التقليد بدليل قوله الله تعالى: (فاسءلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)ولأنا لو منعنا التقليد فى هذه المساءل التى هى من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذالك، وفى ايجاب ذالك قطع عن المعيش وهلاك الحرث والماشية فوجب أن يسقط:

" শরীয়তের আহকাম দু'ভাগে বিভক্ত: প্রথম প্রকার, দ্বীনের অপরিহায্য অংশ হিসেবে সাধারণভাবে স্বীকৃত। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, যাকাত, রমযান, মাসের রোজা ও হজ্বের ফরজিয়্যাত এবং ব্যভিচার ও মদ্যপান ইত্যাদির অবৈধতা। এক্ষেত্রে তাক্বলীদ বৈধ নয়। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি এগুলো বুঝতে সক্ষম। তাই এক্ষেত্রে তাক্বলীদ অনর্থক।

অপর প্রকার: যা গভীর গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতীত জানা যায় না। যেমন- ইবাদাত, মুআমালাত, সামাজিক ও বিয়ে-শাদি ইত্যাদির প্রশাখা মূলক মাসাঈল। এসব ক্ষেত্রে তাক্বলীদের সুযোগ রয়েছে। আল- াহ বলেন- " তোমাদের অজানা বিষয় আহলে ইলমকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।"

দ্বিতীয়ত: দ্বীনের প্রশাখামূলক মাসাঈলের ক্ষেত্রে যদি আমরা তাক্বলীদ নিষিদ্ধ করে দেই, তাহলে প্রত্যেকের জন্য এটা শিক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। অথচ এটাকে অত্যাবশ্যকীয় করে দেওয়া জীবন যাত্রা অচল করা এবং ক্ষেত-খামার ও জীব-জন্তু ধ্বংস করার নামান্ড়র। বিধায় এটা বর্জনীয়।

আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশ- فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر দ্বারা মুজতাহিদকে নির্দেশ করা হচ্ছে। বিধায় এর দ্বারা বিভ্রান্ড় হওয়ার অবকাশ নেই। (ইমাম জাসসাস রহ. এর আহকামুল কুরআন দ্রষ্টব্য)

হযরত আব্দুল- াহ বিন আমর রা. হতে বর্ণিত: তিনি বলেন-

سمعت رسول الله يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا- " আমি রাসূল সা.কে বলতে শুনেছি, আল- াহ বান্দাদের অন্ড়র হতে ইলমে ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন না বরং আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন। যখন তিনি একজন আলেমকেও অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ অজ্ঞ-মূর্খদেরকে ধর্মীয় নেতা বানাবে। অত:পর তারা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে অজ্ঞতাপ্রসূত ফতোয়া দিয়ে নিজেও গোমরাহ হবে এবং অন্যকেও বিপথগামী করবে।" (রিয়াদুস সালেহীন, হাদিস: ১৪০০, বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদিস হতে আলেমদের তাক্বলীদের গুর"ত্ব প্রতীয়মান হয়। ফতোয়া দেয়া আলেমদের ধর্মীয় দায়িত্ব এবং সে অনুযায়ী আমল করা সর্বসাধারণের কর্তব্য। তাক্বলীদ কি এ থেকে ভিন্ন কিছু?

এ হাদীস হতে আরও জানা গেল যে, ইজতেহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির অবর্তমানে পূর্ববর্তী মুজতাহিদ আলেমের রেখে যাওয়া ফাতওয়া মোতাবেক আমল করতে হবে। পক্ষান্ড়রে ইজতেহাদের যোগ্যতা বঞ্চিত স্বঘোষিত মুজতাহিদের অনুকরণ পরিহার করতে হবে।

যে সকল ভাই-বন্ধুরা তাক্বলীদকে শিরক-বিদআত আখ্যা দিয়ে সমাজের ধর্মপ্রিয় ভাইদের মনে কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চলাচ্ছেন, তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন তাক্বলীদের হাক্বীক্বত কী? তাক্বলীদের নির্মল উদ্দেশ্য কী?

কেউ কেউ বলেন- "আল- াহ এক, রাসূল এক, কুরআন এক" তবে মাজহাব চারটি কেন? তাদের দলিল হল- " মাযহাবের গোঁড়ামী হতে মুক্ত হয়ে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আমল করতে হবে। উম্মতকে মাযহাবের বেষ্টনীতে আটক করে শতধা বিভক্তি হতে মুক্তি পেতে হবে।"

একবার কি ভেবে দেখেছেন, উম্মত আজ চতুর্মূখী সমস্যায় জর্জরিত। দ্বীনের উপর জীবন পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ইহুদী-খৃষ্টানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধে মুসলমানদের অন্ড়রে রক্তক্ষরণ চলছে। এ মূহুর্তে বিভেদ নয় এমন বিষয়কে বিভক্তির লক্ষ স্থির করে নতুন ফেতনার দ্বার খুলে দেওয়া হচ্ছে। মাযহাব কি কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত কোন কিছু? মাযহাবের মাসাঈল কি কুরআন-সুন্নাহ লঙ্গন করে সংকলিত? ইনসাফের সাথে বলুন তো- মাযহাবের কারণে কি উম্মতের বিভক্তি হয়েছে? মাযহাব পন্থীরা কি প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ড় ও গোমরাহ মনে করেন? না কি প্রত্যেকেই হক্ব পথে অটল রয়েছেন বলে স্বীকার করেন? নাকি আপনারই বিভেদের জন্য নতুন ফিতনার দ্বার উন্মোচন করছেন? ভালো করে স্মরণ রাখুন যে, আপনাকে একদিন মহান আল- াহর দরবারে দাঁড়াতে হবে। প্রতি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কী জবাব দিবেন তখন? কুরআন-সুন্নাহর ছাঁচে সংকলিত ফিক্বহী মাযাহিবকে উম্মতের বিভক্তির কারণ নির্ধারণ করা এবং মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামের অনুসারীদের উপর শেরক-বিদআতের দোষ চাপিয়ে দেওয়া কি আপনাদের অমার্জনীয় অপরাধ নয়? হাদীসে রাসূলের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ড়ে উপনিত হোন।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন-

لا يرمى رجل رجلا بالفسق أو الكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذالك - " কোন ব্যক্তি কাউকে ফিসক কিংবা কুফরীর অপবাদ দিলে, উক্ত ব্যক্তি এ গালির যোগ্য না হলে গালি গালিদাতার দিকে ফিরে আসে।" (রিয়াদুস সালেহীন, হা: ১৫৬৮, বুখারী)

"মুক্ত বুদ্ধি চর্চা" তথা কুরআন-সুন্নাহর মুজতাহিদ আলেমের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে নিজেই মূল উৎস হতে মাসাঈল বের করার দাবিদার সালাফী ভাইয়েরা। এ দাবী কতই না চমৎকার। প্রত্যেকেই মুজতাহিদ হওয়ার দাবি করার পরও কারো ইসতিনবাতকৃত মাসাঈলের মধ্যে ব্যবধান হয়না। কী অলৌকিক মিল! নাকি "মুক্ত বুদ্ধি চর্চা"র অন্ড়রালে বিশেষ মতবাদের তাক্বলীদের বেড়াজালে নিজেরাই আটকে পড়েছেন। সালাফী ভাইদের দৃষ্টিকোণে এটি কি শিরক নয়?

তাক্বলীদ পরিহারের পরিণাম:-

তাক্বলীদ পরিহারের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, তা হলো নিম্নরূপ:-

১) কুরআন-সুন্নাহকে নিজের তাবে' করে দেওয়া। অর্থাৎ বর্ণনাগুলোকে নিজের প্রবৃত্তির অনুকূলে ব্যাখ্যা করা। যদিও এটা কুরআন-সুন্নাহর বাস্ড়ব ব্যাখ্যা না হয়ে থাকে। যার ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে বঞ্চনার বোঝা বহন ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবেনা।

২) সালফে সালেহীনদের মূর্খ-বেদ্বীন জ্ঞান করা। এটা তাক্বলীদ বিরোধীদের মাঝে ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি শিরক-বেদআতের মত স্পর্শকাতর সিফাতে বিশেষিত করতে দ্বিধাবোধ করেন না। বিশেষত: তাক্বলীদপন্থী উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার على صاحبها الصلوة والسلام মুকুটতুল্য উলামায়ে কিরামকে। অথচ তারা ছিলেন কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞানী, মুত্তাকী-পরহেজগার এবং সুন্নাহর বাস্ড়ব প্রতিচ্ছবি। যাদের রেখে যাওয়া জ্ঞান-ভান্ডারের কৃতজ্ঞতা জীবনভর মহান প্রভূর দরবারে সেজদাবনত হয়ে রূহের মাগফেরাত ও দরজা বুলন্দীর দোয়া করলেও বোধ হয় ঋণ শোধ হবে না। তাদের উদাহরণ এমন ব্যক্তির ন্যায়; যে

বলে- " আমার পিতা অবৈধ সন্তান, তবে আমি বৈধ ও নিখুঁত।"

৩) কুরআন-সুন্নাহকে লা-ওয়ারিস সাব্যস্ত করা। এতদুভয়ের যাবতীয় বিষয়কে যার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই ব্যাখ্যা করবে। গুনীজনের কথার কোন মূল্যায়ন নেই। মনে হয় যেন, এ ক্ষেত্রে যে কারো হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে। রাসূল সা. বলেন- ان العلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، انما ورثوا العلم - " উলামায়ে কেরাম নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ দিনার দিরহামের ওরাসত রেখে যান না। তারা কেবল ইলমের ওয়ারিস বানান।" (রিয়াদুস সালেহীন, হাদিস: ১৩৯৬, আবু দাউদ, তিরমিযী)

৪) নিজের স্বপক্ষের দলীলকে সহীহ বলে মনে করা এবং প্রতিপক্ষের দলীলকে যয়ীফ, মুনকার, শায বলে উড়িয়ে দেয়া। যদিও সহীহ কিংবা আমলযোগ্য যয়ীফ হোক না কেন। মনে হয়, ওহীর মাধ্যমে জানতে পারেন যে, " তোমরা যে দলীল গ্রহণ করেছো, তাই নির্ভূল ও অভ্রান্ত; অন্যগুলো অসত্য ও ভ্রান্ত।" কিংবা নবী সা. যেন সরাসরি সাক্ষ্য দেন যে, " আমি এরূপ কখনো বলিনি।" তাই বিপক্ষের দলীলকে ভ্রান্ত অসত্য স্বীকৃতি দেয়ার পূর্বে ভেবে দেখার দরকার যে, একথা বলার পর যদি ঈমান নিয়েই টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়।

৫) কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে জাহিলদের মনে সন্দেহ সংশয়ের বাসা বাঁধা। তাক্বলীদ বিরোধী ভাইদের বক্তব্য শুনে অনায়াসে যে কারো মনে উদয় হতে পারে যে, ওরা বলে এটা সঠিক, তাক্বলীদ করা ভুল। তাক্বলীদপন্থীরাও বলে, তাক্বলীদই সঠিক ও তাক্বলীদ পরিহার ভুল। তাহলে তো দেখি, এ শরীয়তের কোন ভিত্তি নেই। মূর্খের কিই-বা যোগ্যতা আছে, কুরআন-সুন্নাহ তলিয়ে সঠিক-অঠিক বের করার। এটা কি এক আস্থাশীল ঈমানদারের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয়?

৫) সুন্নাহের স্বকীয়তা বিনষ্ট করা। স্বার্থান্ধ হয়ে "বেদআতে উমরী" ও "বেদআতে উসমানী" ইত্যাদি নিলর্জ্জ শব্দ ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহার করা। বেদআতের উদ্ভাবক ও সমর্থক একই অপরাধে অভিযুক্ত। বেদআতীকে সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁর কথা মান্য করা গোনাহের কাজ।

আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের দৃষ্টিতে বেদআতির হাদিস কি সহীহ হিসেবে পরিগণিত। বেদআতী যে সত্য বলছে, তা তো আপনার জানা নেই, না সরেজমিনে উপস্থিত ছিলেন। যে ব্যক্তি নবীর রেখে যাওয়া দ্বীনে বর্ধিত করতে পারে, সে কি বানিয়ে কথা বলতে পারঙ্গম নয়, এর কি বিশ্বাস আছে। কি বুঝাতে চাচ্ছি, বাক্যগুলোর মধ্যে একটু চিন্তা করলে আশা করি অনায়াসে বুঝতে পারবেন। কোথায় আপনার গন্তব্য? বীরদর্পে কোন দিকে পা বাড়াচ্ছেন? কীসে ঔদ্ধত্য করতে প্ররোচিত করলো?

হাবীবে খোদা সা. বলেন- আল- াহ তা'য়ালা বলেছেন- من عادى لى وليا فقداذنته بالحرب - " যে আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে বৈরিতা পোষণ করল, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।" (রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস: ৩৯১, বুখারী)

আল- াহর সাথে যুদ্ধের বল আপনার আছে কি? এখনো কি সুমতি ফিরবে না? আর কতকাল ভ্রান্তির স্রোতে খড়-কুটার মত ভেসে চলবে? ঐ যে জাহান্নামের লেলিহান আগুন দাউ দাউ করছে। কতইনা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি জাহান্নামীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এ আযাব সহ্য করার শক্তি আছে? কী মনে করেন?

ওহে সত্যসন্ধানী বন্ধু! কুরআন-সুন্নাহকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে তাক্বলীদের বিকল্প নেই। এটা নিছক ধারণা নয়; বাস্তবতাও তাই। শরীয়তের জটিল বিষয় নিজ হতে সমাধান না করে হক্কানী উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হোন। কোন বিভ্রান্তিকারীর ফাঁদে আটকা পড়লে যোগ্য আলেমের নিকট গিয়ে সত্য যাচাই করুন। নিজেও হক্ব পথে অটল থাকতে এবং অন্যকে হক্ব পথ দেখাতে সচেষ্ট হোন।

হে আল- াহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করো এবং সরল পথ প্রদর্শনের পর অন্তরকে বক্র করে দিয়ো না। আমীন।

ফিরে দেখা

নিরব কেন মুসলমান!

জাকওয়ানুল হক চৌধুরী

আমরা মুসলমান! মোদের পূঁজি কুরআন। চলার পথের বাধা ভেঙ্গে করি অবসান। মোদের একটাই শে- াগান, চাই ইসলামের সম্মান, মানি না তার অপমান।

প্রতিটি কাজে প্রথমে সূত্রপাত ঘটাতে হয়। তার পর উহা হয় উজ্জ্বল-জ্যোতির্ময়। ইসলামের শত্রুরা যখন ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ্য শুরু করে দিল, তখন সত্যের ডাক দিয়ে ছিলেন, আল- ামা আহমদ শফি দা:বা:। আর একটি সংঘটন তৈরী করেছিলেন, যার নাম "হেফাজতে ইসলাম"। হেফাজতে ইসলাম এমন এক অরাজনৈতিক ভূবন কাঁপানো সংঘটন যে সংঘটনে চুল-চেরা খোঁজা-খোজির পরও বর্তমানে প্রচলিত নিকৃষ্ঠ রাজনীতির কিঞ্চিত পরিমাণও পাওয়া যাবেনা। এ সংঘটন যত বড় সমাবেশ করেছে সব রাজনৈতিক দলও এভাবে করে দেখাতে পারেনি।

মুসলমান! তোমরা তরুন বিপ- বী পয়লোয়ান; তোমরা সত্যই মুসলমান। বাংলার কোন প্রান্ত থেকে যখন "আল- াহু আকবার" বলে শে- াগান দেওয়া হল, সাথে সথে রাজপথে নেমেছিলে। তোমরা তরুণ-যুবক ও

ইসলামপ্রেমী, ধর্মপ্রেমী তোমরা তোমাদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিতে সর্বদা প্রস্তুত। হেফাজতে ইসলামের আমীর এমন এক আকাশচুম্বি নেতা যাঁর হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে সর্বস্তরের মুসলমান; যারা করতে চায় তাদের জান কুরবান। অপেক্ষায় রয়েছেন বাবা-মা তার সন্তানকে নিয়ে, স্ত্রী তার স্বামীকে নিয়ে, বোন তার ভাই কে নিয়ে, কখন জানি আমীর সাহেব আদেশ দেবেন, আর রাজপথে নেমে যাবে, বাবা তার সন্তান কে নামিয়ে দিবে, নামিয়ে দিবেন স্ত্রী তার স্বামীকে, বোন তার ভাইকে, আপনজন তার আপনজনকে।

বাংলার মুসলমানরা যে ইসলামের জন্য জান-প্রান বিসর্জন করতে সর্বদা প্রস্তুত তার বাস্তব প্রমাণ ৫ই মে। কত তাজা প্রাণ যে সেই কালো রাতে পরকালে পাড়ি জমিয়েছে তার কোন গণনা নেই।

কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বাবা-মা, কোন বোন, কোন আপনজন তার আপন জনকে হারিয়ে অভিযোগ করতে যায়নি; চায়নি কেন শহীদ হল ওরা তার কারণ জানতে; বরং এর উল্টো পাওয়া গেছে কেউ ভাইকে হারিয়ে, কেউ তার বাবা কে হারিয়ে আবার কেহ তার সন্তানকে হারিয়ে গর্ব করছে।

"আমি শহিদের বাবা" বলে বুক ফুলিয়ে সমাজের কাছে বলে বেড়াচ্ছে।

আমি শহিদ আনওয়ার জাহিদের জানাযায় গেলাম, তার বাবা জানাযা সংঘটিত হওয়ার আগে বলেছেন- " আমি গর্বিত আমার ছেলে শহিদ হয়েছে। আমি কখনও ভাবিনি আমার ঘরে এরকম একটি ফুল ফুটবে বলে।"

এভাবে শুধু এক আনওয়ার জাহিদের বাবা নয়; শত বাবা তার আদরের মানিককে হারিয়ে গর্ব করছে।

বাংলার মুসলমান! তোমরা হলে বিপ- বী। তোমাদের নেই কোন বিকল্প, নেই কোন সংকোচতা। তোমরা এক আল- াহর বান্দা। তারই যিকির কর সকাল-সন্ধা, তাই তো দেখিয়ে দিলে এর বাস্তবতা।

আমি ইসলামের শত্রুদের বলি; শুনে রাখ! বাংলার মুসলমান এখনও মক্কি জীবনের মত সহ্য করে যাচ্ছে। যেভাবে রাসূল সা. মক্কি জীবনে মানুষের পিঠে হাত বুলিয়ে শুধু নিজের রক্তকে বিলিন করে দ্বীন ইসলাম প্রচার করেছেন। তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে আকাশ সম। মাথার রক্ত পা পর্যন্ত বয়ে গেছে। তার পরও তাদের কোন পাল্টা জবাব দেননি। বেলালের হৃদয় থেকে ছেঁদ করে আসা সেই "আহাদ আহাদ" শব্দ আজও কানে বাজে। হাজারো নির্যাতন সয়ে মিষ্টি ভাষায় তাদের সাথে কথা বলেছেন আর দ্বীনের কাজ করেছেন।

কিন্তু যেদিন মাদানী জীন্দেগীতে পাড়ি জমালেন, তখন একের পর এক লড়াই করে গেছেন। তের বছরে ৪৭টি জিহাদ করেছেন। তখন তরবারীর দ্বারা ইসলামের বিজয় অর্জন করেছিলেন। যে মক্কায় তারা নির্যাতিত হয়েছিলেন, সে মক্কা নগরীও তারা উদ্ধার করেছিলেন। এমন কি যারা তাদের উপর জুলুম করেছিল, তারাও তাদের দেখে থরথর করে কেঁপেছিল। যে হস্তদ্বয় আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছিল, শেষ পর্যন্ত উহা জোড় করে ক্ষমা চাইতে হয়েছে।

এখনও বাংলার মুসলমান শান্ত-শিষ্টভাবে দ্বীনের কাজ করছে আর নম্র ও ভদ্রতার সাথে আন্দোলন করছে। এত শান্তময় আন্দোলনে তাঁদের উপর লাঠিচার্জ আর গুলিবর্ষণ করে, পাখির মত গুলি করে তাদের জীবন কে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

শুনে রাখ! যেদিন মাদানী জীবনের উপর আমল করা শুরু করবে তখন রক্তের বিনিময়ে রক্ত নেবে, তোমাদের আরামের ঘুম কেড়ে নেবে। তখন পালাবে কোথায় বল; আমরা মুসলমান। আমরা আমাদের জীবনের-

প্রতিটি পরতে পরতে চাই সুখ,শান্তি; চাইনা ছড়াতে মোরা বিভ্রান্তি।

নিরবে করব ইবাদাত; মৃত্যুর বদলে করব শাহাদাত।

আমরা সর্ববিষয়ে দক্ষ; মোদের চিন্তা খুবই সুক্ষ্ম।

ভুলে যেওনা; উমর বিন খাত্তাবের কথা। যে উমর মাটির কুটিরে বসে অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন। চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, রাহাজানী, ছিনতাই আর দুর্নীতি সাথে নিয়ে দেশ পরিচালনা করেননি। তিনি দশ বছর দেশ পরিচালনা করেছেন। দুই বছর বিচারপতি ছিলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটা নালিশও আসেনি। আমরা হলাম সেই উমরের উত্তরসূরী। আমরা তাহার আদর্শে আদর্শিত।

তাই সময় থাকতে সাবধান। চাই সরকার হোক বা বিরোধী দল হোক। এখনও সময় আছে ইসলামের বিরোধিত করা থেকে বিরত থাক। আর না হয় রেডি হয়ে যাও, জান নিয়ে পালিয়ে যাবার।

ও মুসলমান তরুন-যুব ভাই! তোমাদের মাঝে কিসের বিষন্নতার চাপ দেখতে পাই। সামান্য সংঘাতে কিসের চিন্তা ভাই। আর ভেবনা। এটা মুসলমানের নিয়মই প্রথমে বিপর্যয়। তারপর বিজয়। কি ছিল উহুদের প্রথম দিকের অবস্থা। তারপর.....

তোমাদের শুধু একটাই রয়েছে সেটা হলো বিজয় মালা পরবে। অলসতার চাদর ঘুটিয়ে বের হয়ে যাও আল- াহর নামে। ভেঙ্গে দাও বাতিলের বন্দিশালা। শেষ কর কাফির আমলা।

আল- াহ মোদের সহায় হোন।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলাম বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার

আলোকবর্তিকা

মু'তাসিম বিল- াহ মাহি

শান্ড়ি ও নিরাপত্তা দুনিয়াতে মানুষের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। নিরাপত্তা না থাকলে বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ যেমন অব্যাহত থাকেনা; তেমনি জীবন প্রবাহও থমকে যায়। মানুষের জ্ঞান-গবেষণা ও উন্নতির সম্পর্ক নিরাপত্তা, শান্ড়ি ও স্বস্থির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বস্থিদায়ক পরিবেশ না থাকলে চিন্ড়া ও কর্মের উন্নতির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ইসলাম একটি বিপ- বী ধর্ম। এজন্য নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় ধারক-বাহক ইসলাম। কেউ কেউ লিখে থাকেন, পশ্চিমা দর্শন অনুযায়ী স্বাধীনতা মানুষের সবচেয়ে বড় নিয়ামক। অথচ ইসলাম নিরাপত্তাকে সবচেয়ে বড় নিয়ামক বলে আখ্যা দিয়েছে। মানব প্রকৃতির সহজাত ধর্ম ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুর"ত্বারোপ করেছে সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বস্থির উপর। যাতে মানুষের চিন্ড়াধারা গতিশীল থাকে এবং উৎকর্ষের রাস্ড়া উন্মোচিত হয়। এজন্য দ্বীনের বুনিয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে আল- াহর সঙ্গে জুড়ে থাকা এবং তাক্বওয়াকে। সব সমাজেই ভালো-মন্দ দু'ধরনের লোকই থাকে।

ইসলাম নিরাপদ গন্ডিতে নিজের চিন্ড়া ও গবেষণা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উপকারী হওয়ার দীক্ষা দেয়। যাতে সর্বোত্তম জাতি হওয়ার কারণে মুসলমানদেরকে সমস্ড় জাতি ইমাম বলতে পারে। আল- াহর এ সৃষ্টিজগতে তার তৈরী প্রাণহীন সৃষ্টিকুল প্রত্যেকই স্ব স্ব কাজে নিয়োজিত। কোন জিনিস অন্য কোন জিনিসের রাস্ড়ার প্রতিবন্ধক হয়না। উড়ে এসে কারো সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়না। এর ফল হলো- জমিন ও আসমান হোক, চাঁদ-সূর্য ও তারকা হোক তারা কোন ঘাত-প্রতিঘাতে লিপ্ত হয়না। এভাবেই দুনিয়ার নেজাম নিরাপদ ও শান্ড়িতে চলছে। প্রতিটি বস্তু পুরোপুরি তাদের উপকার পৌছানোর জন্য কাজ করছে। আর এই সৃষ্টিকূল আল- াহ তা'য়ালা মানুষের জন্য বানিয়েছেন। যেমন- হাদীস শরীফে এসেছে " এই দুনিয়া তোমাদের জন্য বানানো হয়েছে আর তোমরা আখেরাতের জন্য।" সুতরাং মানুষকে বুদ্ধিমান ও বোধসম্পন্ন বানিয়েছেন যাতে তারা হুশিয়ার ও মুত্তাকী হয়ে মুমিনদের মতো নিরাপত্তা ও স্বস্থির জীবন কাটায়। কিন্তু মানুষ যখন শাশ্বত এ নেজাম থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্ন রাস্ড়া অবলম্বন করে তখন বিশ্বশান্ড়িতে বিঘ্ন ঘটে এবং দুনিয়া নানাবিধ সংকটে পতিত হয়।

আজকের বিশ্বের মানুষেরা যদি নবী করীম সা. এর ঐ কথাকে আলোকদিশা ও পাথেয় বানাতো, দুনিয়ার চিত্র পাল্টে যেত।

মাসাঈল শিখি

প্রশ্ন-উত্তরে মাসআলা

মুফতী সাফওয়ান বিন আনওয়ার

প্রশ্ন: আজ-কাল অনেক বাংলা শিক্ষিত মানুষকে দেখা যায় র"কুতে যাওয়ার সময় ও র"কু থেকে উঠে হাত উঠাতে। এর শরয়ী হুকুম কি?

উত্তর: নামাযে প্রথম তাকবীর ছাড়া আর কখনো দুই হাত কান পর্যন্ড় না উঠানো উত্তম। (হানাফী মাজহাব মতে) দুররল মুখতার- ১ম খন্ড: পৃ: ৩৭৪

عن علقمة قال قال عبد الله ابن مسعود رض ألا اصلى بكم صلوة رسول الله صـ فصلى فلم يرفع يديه الا فى اول مرة (لفظه للترمذى: جـ ١ صـ ٥٩ - سنن أبى داود: جـ ١ صـ ١٠٩: سنن النسائ: جـ ١ صـ ١٦١)

হযরত আব্দুল- াহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন- আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলে কারীম সা. এর নামাযের মত নামায আদায় করবো না? এরপর তিনি নামায পড়লেন, এবং শুধু নামাযের শুর"তে হাত উঠালেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)

তিরমিযী শরীফের লেখক উক্ত হাদীসকে حسن বলেছেন। আল- ামা ইবনু হাজার, হাফিজ ইবনু হাজার, আল- ামা ইবনু আব্দুল বার রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অবশ্য অনেকেই হাদীসটিকে ضعيف বলার চেষ্টা করেছেন। যা বাস্ড়ব নয়।

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন- আমি ইবনে উমর রা. এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনি নামাযের প্রথম তাকবীর ছাড়া আর কোথাও হাত উঠাতেন না। (শরহু মাআনিল আসার, ১ম খন্ড: ১১০ পৃ:, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা: ১ম খন্ড- ২৩৭ পৃ:)

প্রথম তাকবীর ছাড়াও অন্য স্থানে হাত উঠানোর দলীল হল- ইবনু উমর রা. থেকে হাত উঠানো সম্পর্কিত হাদীস। যা তার আমলের বিপরীত হওয়ায় হানাফী মাজহাবের বিদগ্ধ আলিমগণ হাত না উঠানোর উপরই ফাতওয়া দিয়েছেন। বিস্ড়ারিত জানতে হলে পড়ুন-

১. মাআরিফুস সুনান।
২. দারসে তিরমিযী।
৩. নাইলুল ফারক্বাদাইন ফি রাফইল ইয়াদাইন।

প্রশ্ন: নামাযে হাত কিভাবে বাঁধবে?

উত্তর: নাভির নীচে ডান হাতের তালু বাম হাতের পীঠের উপর রেখে ডান হাতের কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত

করে বাম হাতের কব্জি পেচিয়ে ধরবে। অবশিষ্ট আঙ্গুল গুলো বাম হাতের পীঠের উপর বিছিয়ে রাখবে। (হেদায়া: ১ম খন্ড: ১০২ পৃ: টিকা দ্রষ্টব্য)

عن على رضـ قال ان من السنة فى الصلوة وضع الكف على الكف تحت السرة (سنن أبى داود - صـ ১১০)

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন নামাযে এক হাতের তালু অন্য হাতের তালুর (পীঠ) উপর রাখা (বাঁধা) সুন্নত। (আবু দাউদ: ১১০পৃ:)

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে এবং মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতেও উক্ত রেওয়ায়াত আছে। অবশ্য অনেকে ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র রা. এর হাদীস দিয়ে বুকের উপর হাত বাঁধাকে সুন্নত সাব্যস্ড় করার চেষ্টা করেন। যেখানে বুকের উপর হাত বাঁধার কথা উলে- খ আছে। অথচ সহীহ সনদে বর্ণিত ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র এর রেওয়ায়াতে বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। যা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। এছাড়া মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে নাভীর নিচে হাত বাঁধার কথাও বর্ণিত আছে। তাই হানাফী মাজহাবের আলিমগণ নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নত হিসেবে মত দিয়েছেন।

প্রশ্ন: আজ-কাল ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা শেষ করার পর অনেককে আমীন উচ্চস্বরে বলতে শুনা যায়। এর হুকুম কি?

উত্তর: আমীন আস্ড়ে ও উচ্চস্বরে উভয় পদ্ধতিতে পাঠ করা জায়েয। তবে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহ. প্রমূখ আস্ড়ে বলা উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। যদিও ইমাম শাফী ও আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. উচ্চস্বরে আমিন বলাকে উত্তম বলেছেন।

عن وائل ابن حجر رضـ ان النبى صـ قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين: فقال امين وخفض بها صوته - (ترمذى: جـ ১ صـ)

উক্ত রেওয়ায়াতটি হযরত শু'বা রহ. সূত্রে বর্ণিত। তবে সুফিয়ান সাওরী রহ.'র সূত্রে এই রেওয়ায়াতে ومد بها صوته (নবীজী সা. আমিন এর আওয়াজকে টেনে পড়েছেন) শব্দ থাকায় ইমাম শাফী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. আমীন উচ্চস্বরে বলা উত্তম বলেছেন। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হল যে, সুফিয়ান সাওরী রহ. আমিন উচ্চস্বরে বলার কথা ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র রা. থেকে বর্ণনা করলেন, আবার নিজেই এর বিপক্ষে মত দিলেন, যা প্রমাণ করে আমীন উচ্চস্বরে বলার হাদীস তার কাছেও আমলযোগ্য নয়; এছাড়া মাত্র দুই সাহাবী ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র ও আব্দুল- াহ ইবনে জুবায়ের রা. ছাড়া অন্য কোন সাহাবী থেকে আমিন উচ্চস্বরে বলা প্রমাণিত নয়; বরং হযরত উমর, আলী, ইবনে মাসউদ রা. প্রমূখ থেকে আমিন আস্ড়ে বলা প্রমাণিত আছে। এসবের দিকে খেয়াল করেই হানাফী আলিমগণ আমিন আস্ড়ে বলাকে উত্তম বলেছেন। আর আমাদের দেশে প্রায় সকল মুসলমান যেহেতু কুরআন সুন্নাহকে অনুসরণ করতে ইমামকুল শিরমনি হযরত আবু হানীফা রহ.'র-ই অনুসরণ করে। তাই আমাদের উচিত হল আমিন আস্ড়ে বলা।

বি:দ্র: কোন বাংলা/ইংরেজী শিক্ষিত ও টেলিভিশনের পর্দা থেকে ইসলাম শিখতে গেলে তেমনী ভুল করবেন, যেমনটি র"গের চিকিৎসা করার জন্য কোন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গেলে ভুল করবেন। বিজ্ঞ আলিমসমাজকে তরক করে অন্য যে কারো কাছ থেকে ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণ করা এম.বি.বি.এস. ডাক্তারকে তরক করে রাস্ড়ায় দাড়িয়ে হাতুড়ি ডাক্তারকে গ্রহণের মতই। ইহা কোন বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয়।

আ

র প্র ন্ধ

বী ব আ

র প্র ন্ধ

বী ব সু

ল

তা বী

নী ন

ন আ

স

র

কচি-কাঁচাদের ঈমানদীপ্ত
সাহিত্যের প্রতিশ্রুতির আসর

কৌতুক

শালা ও দুলাভাই

ফাতেহা আখতার ছাদিয়া

শালা: দুলাভই আপনি কি করেন?
দুলাভাই: আমি কোম্পানীতে চাকরি করি।
শালা: হে! হে! তাহলে আমিই ভাল।
দুলাভাই: কিভাবে? বলতো।
শালা: আমি বেশী পানিতে চাকরি করি?
দুলাভাই: বেশী পানিতে মানে?
শালা: আমি জেলে। (মাইমল) নদী হতে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করি।

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন

সানিহা শুরফা বিনতে মাও. আলাউদ্দীন

স্বামী: (স্ত্রীকে বলছে) দেখেছ! চুলে কলপ দেয়ায় আমার বয়স এক লাফে ১০/১২ বছর কমে গেছে। দাড়ীতে মেন্দী দিলে আর ৮/১০ বছর তো কমবেই।

স্ত্রী: থামো! থামো! আর কমিও না। যে হারে তুমি বয়স কমাচ্ছ তাতে কয়েক দিন পর তুমি শিশু হয়ে যাবে। তখন আমি তোমাকে কুলে নিয়ে ঘুরতে হবে।

মুচকি হাসি

শিক্ষক ও ছাত্র

রাজিবা রহমান

শিক্ষক: বল তো রাসেল, তোর এবং তোর পিতার বয়স কত?

ছাত্র: ১৫ বছর হুজুর।

শিক্ষক: কিভাবে?

ছাত্র: আমার যেদিন জন্ম হয়েছে সেদিন থেকেই আমার বাবা পিতা হয়েছেন। সুতরাং আমার এবং আমার পিতার বয়স সমান।

কুড়ানো রতন

সানজিদা বিনতে আজাদুর রহমান চৌধুরী

যে উস্ড়াদের মনে কষ্ট দেয়, তার বিপদ ৪টি।

১) যাহা শিখিয়েছে তাহা ভুলিয়া যায়।
২) উপার্জনে উন্নতি হয় না।
৩) অল্প বয়সে মৃত্যু হয়।
৪) বেঈমান হয়ে মৃত্যু হয়।

চার কাজ তাড়াতাড়ি করা সুন্নত।

১) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা।
২) উপযুক্ত ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেওয়া।
৩) ঋণ পরিশোধ করা।
৪) গুনাহ করার পরপর তওবা করা।

চারটি অভ্যাস দ্বারা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১) সবুজ বৃক্ষলতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে।
২) মাতা-পিতা, উস্ড়াদ ও আলেমগণের দিকে দৃষ্টিপাত করা।
৩) সর্বদা কোরআন তেলাওয়াত করা।
৪) কা'বা শরীফের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

চারটি কারণে শরীর মোটা হয়।

১) পশমি কাপড় পরিধান করলে।
২) সর্বদা আনন্দে কাল যাপন করলে।
৩) গুনাহর কাজ না করলে।
৪) ঋণ না থাকলে।

টেলিভিশন হারাম হওয়ার কারণ

আম্বিয়া

- মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, যা কোন দিন ফিরে আসে না।
- মহামূল্যবান সম্পদ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়।
- অমূল্য রত্ন ব্রেইন এর শিরা উপশিরা ফেটে যায়।
- হারাম এবং গোনাহের কাজের প্রতি স্বগৌরবে আহবান করা হয়।
- গুনাহের যন্ত্রে আবার তেলাওয়াত, আযান, হাদীসের শিক্ষা করা হয়। যার দরুন মনে করা হবে এগুলোর অবমাননা করা হচ্ছে।
- আবার এটা পরকালের প্রতি উদাসিন বানিয়ে দেয়।
- নামাজ বা এবাদত এর মাঝে অলসতা পয়দা হয়।
- নারী হয় স্বামীর অবাধ্য। আর ছেলে মেয়ে হয় মা-বাবার অবাধ্য।
- চুরি ডাকাতি, হাইজ্যাক এর আসল শিক্ষাকেন্দ্র।
- নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং শিক্ষা করার পদ্ধতি পাওয়া যায়।

ঈমানদার ব্যক্তির পরিচয়

সায়মা তাহসিন সাবিহা (নং ৪৩৫)

ঈমানদার ব্যক্তি

১. মসজিদে আগে প্রবেশ করে, এবং পরে বের হয়।
২. ঝগড়া বিবাদের সময় নীরব থাকে।
৩. অসৎ ধনীর চেয়ে সৎ গরীবকে বেশী সম্মান করে।
৪. ওয়াদা করলে রক্ষা করে।
৫. নির্জনে বসে ইবাদত করে।
৬. আলেমগণকে সম্মান করে এবং তাদের সাহচর্যে সময় কাটায়।

ইলম রাখতে চাইলে

মুছা. ছিমা আখতার (নং ৬৬৪)

কাহারো অন্ড়রে যদি علمবহাল রাখতে চায়, তহালে সে যেন ৫টি বিষয়ের উপর عمل করে:

১. সর্বদা মেসওয়াক করা,
২. সর্বদা অজু অবস্থায় থাকা,
৩.প্রতিদিন রাত্রে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়া,
৪.অল্প ঘুমানো,
৫. মনের চাহিদা ব্যতীত আহার করা,

মুত্তাকিদের আলামত ৩টি

১. তাদের ঘুম হবে ডুবন্ড় ব্যক্তির মত।
২. তাদের খাদ্য হবে অসুস্থ ব্যক্তির মত।
৩. তাদের কথা হবে মা হারানো ব্যক্তির মত।

আরিফগণের ৬টি বৈশিষ্ট

মাহবুবা সুলতানা মাইশা (নং ৬৮৩)

১. আল- াহ তায়ালার প্রতিটি নিয়ামতকেই বড় মনে করা,
২. নিজেকে নিতান্ড় তুচ্ছ মনে করা,

৩. আল- াহ তা'য়ালার প্রতিটি আলামত থেকেই শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা।
৪. পাপের কথা চিন্ড়া করার সাথে সাথেই মনের মধ্যে ভীতি সঞ্চার হওয়া।
৫. আল- াহ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতার কথা স্মরনে আসার সাথে সাথে মনের প্রফুল- তা সৃষ্টি হওয়া।
৬. অতীত গুনাহের কথা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথেই তাওবা করা।

অমূল্য রতন

ঝুমা বিনতে সিরাজ (নং ৫৫৯)

১. যে সকল লোক আলেমের শানে বেআদবী করবে ও উলামায়ে কেরামের অবমাননা করবে, তাদের চেহারা ক্বিবলার দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। যার ইচ্ছে সে যেন কবরের মাটি সরিয়ে দেখে নেয়। (রশীদ আহমদ গাংগুহী রহ.)
২. মানুষকে সত্য ও বিবেকবান করে তোলার একমাত্র মাধ্যম হল বিদ্যালয়। (টলষ্টয়)
৩. উদার হলে লোকের হৃদয় জয় করতে পারবে, আর সত্যবাদী হলে লোকের বিশ্বাস পাবে। (কনফুসিয়ান)
৪. কবরের আযাব থেকে যে মুক্ত থাকতে চায়, তাকে দুনিয়ার সাথে ততটুকু সর্ম্পকই রাখা উচিৎ, যতটুকু সম্পর্ক সে পায়খানা-প্রস্রাবের স্থানের সাথে রক্ষা করে থাকে। (ইমাম গাজালী রহ.)
৫. অল্প সময়ের দ্বীনের ফিকির করা সারারাত জেগে থেকে ইবাদত করার চেয়ে বহু গুনে উত্তম। (হযরত হাসান বসরী রহ.)
৬. কোন ছাত্র তার উস্ড়াদকে যে পরিমাণ খুশী রাখতে পারবে, তার ইলিমের মধ্যে সেই পরিমান বরকতক হবে। (আশরাফ আলী থানভী রহ.)
৭. জিহবা একটি হিংস্র জন্তুর ন্যায়। যদি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সে তার মালিককেই খেয়ে ফেলবে। (হযরত তাউস রহ.)
৮. হাসি মুখে কথা বলা নেকীর প্রথম স্ড়র। (হযরত আলী রা.)

সফল জীবন গড়তে পারে ঐ ব্যক্তি

সামিয়া (নং ৫৪)

১. যে সময়ের মূল্যায়ন করতে পারে।
২. যে অহেতুক কথা থেকে বিরত থাকে।
৩. যে পরামর্শকে গ্রহণ করে।
৪. যে দু:খির সেবায় হাত বাড়ায়।
৫. যে অহেতুক বিতর্ক থেকে বিরত থাকে।
৬. যে কষ্ট দাতাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে।
৭. যে অন্যের দোষ চর্চা থেকে বিরত থাকে।
৮. যে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সজাগ থাকে।
৯. যে হাসি মুখে কথা বলে।
১০. যে শরিয়তের প্রতিটি বিধানের উপর আমল করে।

জান্নাতী ব্যক্তি

ফাতিমা মিতা বিনতে ইউসুফ

হযরত আলী রা. বলেন- যে ব্যক্তি ছয়টি বিষয় জানবে বা চিনবে এবং তা অনুযায়ী আমল করবে সে জান্নাতী-

১. আল- াহ তা'য়ালাকে চিনার সাথে সাথে তার অনুগত্য করে চলা।
২. শয়তানের পরিচয় জানার সাথে সাথে সঙ্গ বর্জন করে চলা।
৩. হক্ব চিনা হক্ব সামনে আসলে তার অনুস্মরণ করা।
৪. বাতিলকে চিনার সাথে সাথে বাতিল কে বর্জন করা।
৫. দুনিয়াকে পরিচয় করে, তার অবস্থা জেনে, তাকে পিছনে রাখা।
৬. আখেরাতের শান্ড়ির জন্য বেশী বেশী আমল করা।

এমন যেন হতে পারি আমি

আলেমা রাহিমা আবিদা

নামাজ মানুষের জন্য শ্রেষ্ট তুহফা। ফরজ হিসেবে আমিও নামাজ পড়ি। কিন্তু আমার নামাজ যেন হয় নবী সা. এর চোখের পলক ওয়ালী নামাজ।

ভালবাসা মানুষের আত্মার আকুতি। মানুষ হিসেবে আমারও ভালবাসা আছে। কিন্তু আমার ভালবাসা যেন হয় আল- াহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য।

ভাবনা মানুষের এক সহজাত স্বভাব। মানুষ হিসেবে আমারও ভাবনা আছে। কিন্তু আমার ভাবনা যেন হয় দ্বীন, দেশ ও জাতির ঐতিহ্য রক্ষার্থে।

কান্না মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ হিসেবে আমারও কান্না আসে। কিন্তু আমার কান্নাটা যেন হয় প্রভুর কাছে, তার দয়া ও ক্ষমা পেতে।

ঘুম দেওয়া হয়েছে মানুষের আরামের জন্য। মানুষ হিসেবে আমার ও ঘুম আসে। কিন্তু আমার ঘুম যেন হয় নব উদ্দীপনায় ইবাদাতের নিয়তে।

স্বপ্নের সাথে রয়েছে নবুওয়াতের এক কোমল সম্পক। তাই স্বপ্ন দেখতে আমারও ইচ্ছা জাগে। কিন্তু আমার ইচ্ছা যেন হয় স্বপ্নের বাতায়ন পথে নবী সা. এর দেখা পেতে।

পড়া-লেখা মানুষের জ্ঞানের সৌন্দর্য সৌরভ বাড়ায়। মানুষ হিসেবে আমিও পড়ি-লিখি। কিন্তু আমার পড়া-লেখা যেন হয় সমাজের ভুল-ভ্রান্তির আঁধারে কাটাতে।

যবান মানুষের জন্য এক অমূল্য নেয়ামত। কিন্তু আমার কথা-বার্তা যেন হয় দ্বীনের ও মানুষের জন্য কল্যাণকর। আশা মানুষের জীবনে বড় একটা সান্ত্ব না। মানুষ হিসেবে আমিও আশাবাদী হবো। কিন্তু আমার আশাটা যেন হয় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, ইসলামী শাসন কায়েম হোক! আমীন।

তোমাদের ছড়া-কবিতা

ওহে উদ্দীপ্ত মানব

আ. বাছিত

কী ভাবনা মনে জাগে ক্ষণে ক্ষনে
ওহে উদ্দীপ্ত মানব!
এতই গোপনে কোন সে স্বপনে
করছ গর্ব-কলরব?
কিসের গৌরবে রয়েছে সৌরভে
নশ্বর জীবন মাঝে!
সে-কি মুক্তা,মণি না-কি হিরে-খনি;
হিরণ-মালার সাজে?
হায়! এতো নহে চিরকাল ওহে
স্বসম্বল মানবের
এ নহে কখন এতই আপন
এ-তো বিজলী মাধবের
না-কি জন-বল তোমার অবিচল
আপন ভেবেছ যারে?
তাই বুঝি আজ বাহাদুরি কাজ
এ-তো আমরণ না-রে।
অলীক স্বপন ভেবেছ আপন
ছায়ার হয়েছ পিছু।
জীবনের সাঁঝে কী আসিবে কাজে
আপন কি থাকবে কিছু?
এই বসুধায় মানুষ কি চায়
সবই থাকবে তার হয়ে
জীবনে-মরণে থাকবে সে স্বজনে
সবই যাবে তার রয়ে;
বৃথা এ কথা কল্পনা অযথা
ছুঁচা এ ধরণীর সবই
জগত কী হয় জানি পরিচয়
জানি সব আমি কবি
প্রভাতে যা তোর সন্ধ্যায় তা পর
মরিচিকা এ বাসর
বৃথা এ বাসনা হায়রে কামনা
অশ্রু ছেড়ে হও কাতর!

মহান আল- াহর বানী

সাজিদা বুশরা

মহান আল- াহর মহান বাণী
হেদায়াতের পলক জানী
আদম থেকে ইদম সহ
আসলো কত অহরহ
পথহারাদের পথ দেখাতে
আলো চড়ায় দিনে রাতে
তাওরাত আসলো মুসার হাতে
জাবুর এলো দাউদের সাথে
ঈসা পেলো ইঞ্জিল ব্রত
সহিফা আসলো আরো কত
এসব হচ্ছে বানী খোদার
হেদায়াতের আলো সম্ভার
সব কিতাবের শ্রেষ্ঠ কুরআন
পূর্বেকারের সময় পুরান।
রহিত সব পূর্বের বাণী
কুরআন হল শ্রেষ্ঠ বাণী
কুরআন বাহক আরবী নবী
তার পরশে ধন্য সবী
মানলে কুরআনের বাণী
হাবেনা কবু বিপথগামী
হাশরে কুরআনের শাফায়াত
মানলে ধরায় তার হেদায়াত।

সত্য লড়াকু

মুহা. শাহানূর আহমদ

লেখা-পড়া করবো সবে মগ্ন-মত্ত্ব হয়ে।
সভ্য সমাজ গড়বো মোরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে।
নিপাত করবো জুলুমবাজের শক্ত হস্তে আর
নিধন করবো লুটতরাজের আরো পাপাচার।
সত্য ন্যায়ের ঝান্ডা নিয়ে লড়বো লড়াকু।
কুসংস্কারে ধ্বংস করে ধরবো সত্য সাকো।
মদীনার তা'লীমে সাড়া দিতে প্রাণ-পণে
জগৎ জুড়ে ফিরবো সদা মানব সন্ধিকনে।
রাসূলের রক্তে মাখা ইসলাম নিকেতন
জীবন গড়তে আদর্শ তার করিবো স্বরণ।
এসো আজি ইসলাম ডাকে হাত ছানি দিয়ে
অগ্রপানে চলো সদা পিছু না তাকিয়ে।

পঞ্চনামাজ

মুহা. আব্বাস আলী

চল মুসলিম অজু করে মসজিদ পানে যাই
মসজিদ হলো কা'বার অংশ মেহরাব দেখ তাই
অজু করে নামাজে তে কিবলা মূখী হই
আযান শুনে দৌড়াই যেন, ব্যবসাতে না রই।
ফজর হলো ঈমানের নিশান
সরে থাকে দুষ্ট শয়তান।
যোহর পড়লে বরকত রাশি
রোজগারেতে বাড়তি পাবি।
পড়লে আসর সময় মতো
সন্ড়ান হবে বাধ্যগত।
করিলে মাগরিব আদায়
শরিরেতে শক্তি যোগায়।
পড়িলে সালাতুল ঈশা
মগ্ন নিদ্রায় পাবে নেশা
পঞ্চনামাজ দিনে রাতে
রয়েছে নাজাত আখেরাতে।

তোমাদের রচনাবলী

আমাদের স্বাধীনতা

রাফিয়া রহমান (৪৯৪)

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ এদেশে উদয় হয় স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। পাকিস্ড়ানী শোষকদের বির"দ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বহু ত্যাগ তিতিক্ষা আর লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান বিজয়। পাক গোলামির জিঞ্জির ভেঙ্গে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। অর্জন করেছি সুন্দর সবুজ মানচিত্র ও লাল সবুজের পতাকা, বিশ্বের বুকে পরিচিতি পেয়েছি সংগ্রামী জাতি হিসেবে।

কিন্তু কষ্টার্জিত এই স্বাধীনতার আজ কতটুকু মূল্যায়ন করতে পেরেছি আমরা। স্বাধীনতাপর ৪১ বছর পেরিয়ে গেলেও স্বনির্ভর জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনি। দূর্নীতি ও শোষনের যাঁতাকলে আমরা পিষ্ট। হতে পারিনি নীতি নৈতিকতায় বলিয়ান। চর দারিদ্র ও ক্ষমতাবানদের দাপটে দূর্বল শ্রেণীর অসহায়ত্ব থেকে নিস্কৃতি পায়নি এদেশের জনগন। প্রতিকার হয়নি অন্যায় ও জুলুমের।

এতসব প্রতিকূলতার মাঝেও আমরা স্বপ্ন দেখি সুখ সুন্দর ও সমৃদ্ধ একটি দেশের। যেখানে থাকবেনা আগ্রাসন, হত্যা, লুন্ঠন ও নারী নির্যাতন। বিদেশী আগ্রাসনে আহত হবে না কোন ধার্মিকের মন। জনগন পাবে শান্ড়ি ও নিরাপত্তা। জাতীয়তায়- চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে স্বাবলম্বী দেশ হিসেবে এদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা এ যেন হয় এদেশের সকল মানুষের প্রত্যয়।

'বসন্ড়' আল- াহর পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত

সায়মা (৪৩৫)

বসন্ড় একটি পরিচিত নাম। বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী নববর্ষের সূচনা হয় গ্রীষ্ম কালে। আর সমাপ্তি ঘটে বসন্ড় কালে। সারাটি বছরের দু:খ-কষ্ট, বন্যা-খরা, শীত আর গরমের সাথে সর্বদা পাঞ্জালড়াকু বাঙ্গালীদের মন থেকেসকল দু:খ কষ্ট মুছে দিতে বছরের শেষে আসে ফুলে ফলে ভরা বসন্ড় ঋতু। নতুন বছরের শুর"তে বসন্ড়লগ্নের মাসগুলোতে আল- াহ তা'য়ালা সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা এই সোনার বাংলার বুকে গোলাপ, জবা, জুঁই, চামেলী, বেলী, হাসনাহেনা, কদম, বনলতা, গাঁদা, দুপাটি আরো জানা অজানা হাজার ফুলের নরম পাঁপড়ির যেনো অপূর্ব গালিচা বিছিয়ে দেন। পথিকের মনে আনন্দ দিতে সদা ব্যস্ড় থাকে, কৃ"চুড়া অতীতের ঋতু শীতে ঠোঁট ফাটার কারণে মন খুলে হাসা যায়নি। অনাগত ঋতু গ্রীষ্ম বর্ষায় প্রচন্ড রোদের কারণে মন ভরে ইবাদত বন্দেগীও করতে কষ্ট হয়। কিন্তু এখন না আছে তীব্র শীতের কনকনারী। আর না আছে ভেপসা গরমের যন্ত্রনা। বন বনানীতে অতিথী পাখিদের প্রচুর সমাগম ঘটে। তাদের কল কালানীতে সুখরিত হয়ে উঠে বাংলার খাল বিল আর ঝিল।

আল- াহ তা'য়ালা এই অপরীসিম নেয়ামত গুনে শেষ করা যাবে না। এবং আল- াহর এই অগনিত সকল নেয়ামত কেবলই মানুষের জন্য!!!

রোয নামচা

স্মৃতির মনিকোঠায়

রাফিয়া রহমান (৪৯৪)

মানুষ মরণশীল। জন্ম হলে মৃত্যু তার অবধারিত এই নিয়ম। আর এ থেকে কোন প্রাণীই বঞ্চিত নয়। স্বাভাবিক স্বত:স্ফুর্তভাবে বের হয়ে আসা এ মরণ কথাটা যখন তার মর্ম নিয়ে হাজির হয়, তখন হৃদয়ের মাঝে একটি ক্ষত এঁকে দিয়ে যায়, ঔষধের প্রলেপ দিয়েও সে ক্ষত সরিয়ে তোলা সম্ভব হয়না। আজ ৮ই জুন রবিবার তেমনি মরণ পথে যাত্র করে আমার মনে একটি বিশাল ক্ষত এঁকে দিয়েছিল আমার ছোট ভাই আমিনুল ইসলাম মুহিবুর। সে ছিল আমার পাঁচ বছরের ছোট। ছোট হলে কি হবে, বুদ্ধিতে ও ছিল আমার চেয়ে শতগুন উর্ধ্বে। মুহিবুর কত জ্ঞানের মায়াবী মনের পরিচয় রেখে গিয়েছে। তা কি এ সংক্ষিপ্ত লিখায় তুলে ধরা সম্ভব? ক্ষনিকের এ জীবন থেকে মানুষ চলে যায় জানি। তাই বলে মহিবুর যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে। তা কখনও ভাবিনি। ৬ বছর বয়সের কলিতেই ঝরে পড়ে আমার ছোট ভাই মুহিবুর। ও আমাদেরকে ভাবতে শিখিয়েছে- যে কোন সময় মরণের জন্য। যখনি ওর কথা মনে হয় অনুভব করি যে, কে যেন অন্ড়রালে বসে থেকে অতি সন্ড়র্পণে আমার হৃদয়ের মাঝে ধারালো বে- ড দ্বারা আকাঁ বাঁকা রেখা টেনে দিচ্ছে। নির্জনে নীরবে কখনোও একলা হয়ে বসলে, বরফ চাপা ব্যাথাগুলো অশ্র" হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। আর কিছুটা ব্যাথা উঠে ব্যাথার পাহাড়।

স্মরনীয় দিন

ছামিয়া তামান্না (৫৪)

চার দিকে সুবহে সাদিকের আবছা, অন্ধকার, পাখির কুজনে এখনো এখনও মুখরিত হয়নি পরিবেশ-প্রকৃতি। বুঝি ঋতুরাজ বসন্ড়কে হাতছানি দিয়ে ডাকছে তারই আগমনের বার্তা শোনা যাচ্ছে ভোরের ঝিরঝির বাতাসে।

মসজিদ থেকে ভেসে আসছে আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম আযানের সুমিষ্ট সুরে ঘুম ভেঙ্গে গেল ফাহাদের। ঘুম থেকে জেগে ফাহাদ বাতরুমের কাজ সেরে সুন্দর করে ওজু বানাল। অত:পর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মসজিদের দিকে। ভোরের পবিত্র নির্মর বাতাস অত্যন্ড় ভাল লাগে তার। অত:পর এক পা দু পা করে হাটতে থাকে বাসার অভিমুখে। ফাহাদ দশ বছরের হৃষ্টপুষ্ট বালক। দেখার মত চেহারা। খুব শান্ড়। সে ক্লাস ফাইভ-এ পড়ে। আজ তার ফাইন্যাল পরীক্ষার রিজাল্ট বের হবে। তাই সে সকাল থেকে অপেক্ষার প্রহর গুনছে। বেলা ১০ঘটিকার সময় সে তার স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হলো। অত:পর স্যার যখন রিজাল্ট বলতে লাগলেন যখন ফাহাদের কথা বললেন, তখন তার বুকের ভিতর কম্পন সৃষ্টি হলো। স্যার বলে উঠলেন! ফাহাদ টেলেন্টপল বৃত্তি পেয়েছে এবং তার গ্রেড জি পি এ ৫। তখন ফাহাদের বালক মনে বয়ে গেল এক অপার্থিব আনন্দের হিমেল হাওয়া। সেদিন তার আব্বু সবাইকে মিষ্টি খাওয়ান। সেই দিনটি ছিল তার আব্বু আম্মু ও আপুদের জন্য অত্যন্ড় আনন্দের দিন।

টক-মিষ্টি -ঝাল

রম্য কিস্সা

আরিফ রব্বানী

এক গ্রামে ছুরাব আলী নামে এক ব্যক্তি বাস করত। তাকে সকলেই ছুরা বলে ডাকত। কেননা তার বাস্ড়বেই চোরির অভ্যাস ছিল। অমাবস্যার এক রাত্রীতে চোরি করার জন্য এক ঘরে প্রবেশ করল। টের পেয়ে ঐ ঘরের ঘুমন্ড় ব্যক্তিদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। যখন চোর বুঝতে পারল যে, ঘরের লোকজন ঘুম হতে জেগে গেছে, তাই চুর চৌকির নিচে লুকিয়ে গেল। ঘরের লোকেরা বহু খুজা-খুজির পর চৌকির নিচ হতে চোর কে বের করল এবং ঘরের লোকেরা চোর চোর বলে হৈ চৈ আরম্ভ করলে বাড়ীর আশপাশের লোকজন এসে জমায়েত হল। উপস্থিত লোকেরা চোরকে গণধুলাই আরম্ভ করল এবং এক লোক চোরকে জিজ্ঞাসা করল এই চোর তুই চোরি করিছ কেন? চোর উত্তর দিল সকলের নিকট আমি 'ছুরা' নামে পরিচিত তাহলে চোরি করলে অসুবিধা কি? তখন উপস্থিত সকলে তার কথা শুনে হাসি আটকে রাখতে পারল না। পূন:বার চোরকে এক ব্যক্তি বলল এই চোর তুই চোরি করিছ, তাতে কি তোর লজ্জা লাগে না? চোর স্বজোরে উত্তর দিল, লজ্জা বিধায় তো আমি চৌকির নিচে লুকিয়ে ছিলাম।

চোরের উত্তর শুনে সকলে মুগ্ধ হয়ে ছেড়ে দিল।

উপসংহার: প্রিয় পাঠকবর্গ! এই কিসসায় চোর যে চতুর এবং কৌশলী তা প্রমাণিত হয়েছে। যার প্রমাণ তার কৌশলী জবাব। কিন্তু আক্ষেপ! সে যদি তার মেধা চোরির কাজে না লাগিয়ে ভাল কাজে লাগাত!

চতুর শিয়াল ও বোকা কাকের গল্প

ফারহানা (৩০৯)

চতুর এক শিয়াল দুপুর বেলায় এক গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল। গাছের ডালে গোশতের টুকরো মূখে এক কাক বসেছিল। শিয়াল বলল- এত সুন্দর একটি পাখি কিন্তু ডাকতে পারে না। কাক একথা শুনে রাগান্বিরত হয়ে 'কা-কা' করে ডেকে উঠলো। তাতে গোশতের টুকরোটি মাটিতে পড়ে গেল। এমনি শিয়াল সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে তা মূখে নিয়ে সোজা দৌড় দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। বোকা কাক শিয়ালের প্রতি অপলকনেত্রে তাকিয়ে রইলো!

উপসংহার:- প্রিয় নবীন আসরের পাঠক বন্ধুরা! এই গল্পে রাগ করার পরিণতি প্রস্ফুতি হয়েছে। রাগের কারণে অর্জিত গোশতের টুকরোটি তার কপালে জুটলো না। সুতরাং আমাদের জন্য কারণীয় হল- রাগ হতে বেচে থাকা। কেননা জনৈক দার্শকি বলেছেন "রাগের আগুন হৃদয়ের আলোকে নিভিয়ে দেয়।"

বুদ্ধি খাটাও

আজমল হুসাইন

প্রশ্ন: অনেক দিন পর স্বামী বিদেশ থেকে এসে স্ত্রীর কোলে ছোট বাচ্চা দেখে বলেন-

এই টা কি তোমার.....

জবাবে স্ত্রী বলে-

আপনি যা ভাবছেন তা নয়,
ছেলে কিন্তু আমার না।
ছেলের বাবা যার শশুর
তার বাবা আমার শশুর।

বলেন তো, ছেলেটি কার?

সাধারণ জ্ঞান

মামুন বিন হাবীব (১৭৭)

(ইসলামিক)

প্রশ্ন: হযরত জিব্রাইল আ. কোন ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে হযরত মরিয়ম আ. এর কামরায় প্রবেশ করে ছিলেন?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ সা. এর।

প্রশ্ন: হযরত মুহাম্মদ সা. এর আকৃতি ধারণ করার কারণ কি?

উত্তর: কেননা বেহেশতে মুহাম্মদ সা. এর সাথে হযরত মরিয়ম আ. এর বিবাহ হবে।

প্রশ্ন: হুজ্জাতুল ইসলাম কে?

উত্তর: ইমাম গাজালী রহ.।

প্রশ্ন: হুজুর সা. এর যামানায় মহিলাদের গোসল প্রদান কারীনী মহিলা কে?

উত্তর: হযরত উম্মে আতিয়্যাহ রা.

প্রশ্ন: জান্নাত বাসীরা জান্নাতে কত হাত লম্বা থাকবে?
উত্তর: ৬০ হাত।
প্রশ্ন: ওই কোন বস্তু, যার মধ্যে রক্ত ও মাংস নয়, তা সত্ত্বেও শ্বাস গ্রহণ করে?
উত্তর: 'সকাল' যা আল- াহ বলেছেন- والصبح اذا تنفس
প্রশ্ন: হযরত আদম আ. এর উপাধি দুনিয়াতে কি ছিল? এবং জান্নাতে কি হবে?
উত্তর: দুনিয়াতে আবুল বাশার ছিল, জান্নাতে হবে আবু মুহাম্মদ।
প্রশ্ন: যে সময় 'কাবিল' তার ভাইকে হত্যা করেছিল, তখন উভয়ে বয়স কত ছিল?
উত্তর: 'কাবিল' এর বয়স ২৫ এবং হাবিলের বয়স ২০ ছিল।
প্রশ্ন: হযরত সালিহ আ. এর গোত্রের কোন ব্যক্তি আজাব হতে রক্ষা পেয়েছিল? সে কোথায় অবস্থান করেছিল?
উত্তর: আবু রোগাল। সে মক্কার হেরামে অবস্থান করছিল?
প্রশ্ন: কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদী কে কোন উপাধিতে ডাকা হবে?
উত্তর: حمادون (হাম্মাদুন) বলে।
প্রশ্ন: কিয়ামত দিবসে ওলামাদের ইমাম কোন সাহাবীকে বানানো হবে?
উত্তর: হযরত মা'য়াজ বিন জাবাল রা.কে।
প্রশ্ন: বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনী রচনা করেন কে?
উত্তর: আকরাম খাঁ।
প্রশ্ন: পবিত্র কুরআনে হরকত সংযোজন করেন কে?
উত্তর: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।
প্রশ্ন; কুরআন শরীফে মক্কী সূরা কয়টি?
উত্তর: ৮৬টি।

(বাংলাদেশ)

প্রশ্ন: বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্রাম কোনটি?
উত্তর: বানিয়াচং।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের কোন শহরকে মসজিদের শহর বলা হয়?
উত্তর: ঢাকা শহরকে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশে একুশে বই মেলা শুর" হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৮৭ইং সালে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের কোন ঈদগাহে সর্ববৃহৎ ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বনাঞ্চলটি কোন অংশে অবস্থিত?
উত্তর: দক্ষিন পূর্বাংশে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ কত?
উত্তর: ০.২৯ একর।
প্রশ্ন: সাইক্লোন নামে যে ঘুর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে তা কোথায় সৃষ্টি হয়?
উত্তর: বঙ্গোপসাগরে।
প্রশ্ন: বর্তমানে দেশে প্রচলিত আইনের সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ১০৫৬টি।
প্রশ্ন: বিজয় ৭১ ভাস্কর্য কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: যশোরে।
প্রশ্ন: বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রথমবারের মতো যুক্ত সমুদ্র টহল বিমান এর নাম কি?
উত্তর: ডর্নিয়ার ২২৮ এনজি।
প্রশ্ন: বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি জেলায় পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হয়?
উত্তর: ২৭টি।
প্রশ্ন: মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর (গ্রাহক) সংখ্যায় বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের কততম দেশ?
উত্তর: ১২তম।
প্রশ্ন: 'জীবন নগর' স্থলবন্দর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: চুয়াডাঙ্গা।
প্রশ্ন: 'চিলাহাটি' স্থল বন্দর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: নীলফামারী।

(আন্ড়র্জাতিক)

প্রশ্ন: আফগানিস্থান এর রাজধানী কোথায় এবং লোক সংখ্যা কত?
উত্তর: কাবুল, লোক সংখ্যা ২কোট ৮৭ লাখ।
প্রশ্ন: মোবাইল ফোন ব্যবহার কারীর (গ্রাহক)সংখ্যায় বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষে দেশ কোনটি?
উত্তর: জাপান।
প্রশ্ন: কোন দেশে সর্বাধিক পরমানু অস্ত্র রয়েছে?
উত্তর: রাশিয়া।
প্রশ্ন: বিশ্বের প্রথম 'হাইব্রিড ট্যাবলেট' এর নাম কি?
উত্তর: Transformer Book Trio.
প্রশ্ন: বর্তমান বিশ্বের দ্র"তগতির সুপার কম্পিউটারের নাম কি?
উত্তর: তিয়ানহে-২ (চীন)
প্রশ্ন: বিশ্বের কোন দেশের লোক সবচেয়ে বেশী শরণার্তী হয়েছে?
উত্তর: আফগানিস্ড়ান।
প্রশ্ন: বৈদ্যুতিক পাখার জনক কে?
উত্তর: স্কাইলার হুইলার (১৮৮২ সালে)
প্রশ্ন: লাটভিয়ার বর্তমান মুদ্রার নাম কি?
উত্তর: লাটস।
প্রশ্ন: ২০১৩ সালের বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিবেদন অনুযায়ী রপ্তানিতে শীর্ষদেশ কোনটি?
উত্তর: চীন।
প্রশ্ন: পাম অয়েল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: মালয়েশিয়া।
প্রশ্ন: মূলধনের ভিত্তিতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব্যাংক কোনটি?
উত্তর: ওয়েল ফার্গে। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
প্রশ্ন: এটিএম(ATM) বা মোবাইল ফোনের সিমকার্ডকে কি বলা হয়?
উত্তর: স্মার্ট কার্ড।
প্রশ্ন: কাসবা স্কয়ার কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: তিউনিসিয়া।

প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM এর বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা কত?

উত্তর: ১৫১টি।

প্রশ্ন: কোন মহাদেশে মানুষের বসতি নেই?

উত্তর: এন্টার্কটিকা।

সুলতানী নবীন আসরের নতুন মূখ

৭০৪. মুহা. মাহবুবুর রহমান বিন ফয়জুল ইসলাম
কুবেরাইল, কলুমা, বালাগঞ্জ, সিলেট।

৭০৫. মুহা. মু'তাসিম বিল- াহ মাহি বিন হা. মাও. আবুল কালাম আজাদ
মঙ্গলপুর, আওঁরঙ্গপুর, ওসমানীনগর, সিলেট।

৭০৬.মুহা. আরিফ রাব্বানী বিন মুহা. হাবীবুর রহমান
বানীপুর, পাইকুড়া, কেন্দুয়া, নেত্রকুনা।

৭০৭. কলসূমা ওরফে আন্জুমা বিনতে মুহা. আব্দুস সামাদ
কায়স্ড়গ্রাম, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

৭০৮. সানজিদা চৌধুরী বিনতে আজাদুর রহমান চৌধুরী
কুলঞ্জ, কাদিরগঞ্জ, দিরাই, সুনামগঞ্জ।

৭০৯. পিয়া আখতার ইয়াছমিন বিনতে আব্দুল মান্নান
সুপ্রাকান্দি, কালার বাজার, রাজনগর, মৌলভীবাজার।

৭১০. আম্বিয়া জান্নাত মাহিরা বিনতে আহমদ আলী
আহমদপুর, গহরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট।

৭১১. মুছা. তানিয়া নাজমিন বিনতে মিজানুর রহমান
হুসেনপুর, গহরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট।

৭১২. মাহমুদা বিনতে ফরিদ আহমদ
রাগবপুর, মোগলাবাজার, সিলেট।

৭১৩. রাহনুমা ওরফে মাহজুবা বিনতে মুহা. আব্দুস সালাম
কায়স্ড়গ্রাম, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

৭১৪. হুরে জান্নাত সুহনী বিনতে মৃত হাজী মুহা. ইউসূফ আলী
আনোয়ারপুর, গহরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট ।

৭১৫. মাহজাবিন বিনতে মাসুদ আহমদ
খাঁপুর, গহরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট।

৭১৬. মুহা. রহিমা জান্নাত ফাতেহা বিনতে আখলীছ মিয়া
পশ্চিমভাগ, পাঁচগাঁও, রাজনগর, মৌলভীবাজার।

৭১৭. ফাহিমা আখতার তামিমা বিনতে শাহানূর মিয়া
বাদেশপুর, হাশামপুর, দক্ষিণসুরমা, সিলেট।

৭১৮. সুমাইয়া জাহান তানহা বিনতে মুর্শিদ কামাল
ছাতিয়াইন, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

৭১৯. মুছা. মারিয়া ইসলাম বিনতে মরহুম মুহা. ইদ্রিছ মিয়া
ব্রাহ্মণডোরা, ব্রাহ্মণডোরা, শায়েস্ড়াগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

৭২০. মুছা. সুলতানা আখতার বিনতে মৃত মুফতি আনোয়ার ল হক্ব
শ্রীধরপুর, বাউরভাগ, মৌলভীবাজার।

৭২১. নাজমীন ফাতেহা র কাইয়া বিনতে আ. মালিক মুহাম্মদ আলী
ইসলামপুর, বিশ্বনাথ, সিলেট।

৭২২. মুছা. ফাতেহা আখতার সাদিয়া বিনতে আ. খালিক
আলাপুর, গহরপুর, বালাগঞ্জ,সিলেট।

৭২৩. মুহা. আব্দুল আহাদ বিন মুহা. করিম হুসেন
তেঘরিয়া, লাখাই, হবিগঞ্জ।

৭২৪. মনিরা জান্নাত হাফিজা বিনতে হার নুর রশিদ
তেঘরিয়া, লাখাই, হবিগঞ্জ।

৭২৫. উমায়ের আহমদ বিন মাও. আ. শহীদ
রহিমপুর, মুন্সিবাজার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

৭২৬. আলিমুন্নাহার তাযকিয়া বিনতে মাও. ছালেহ আহমদ
মুক্তারপুর, বিরাহিমপুর, মোগলাবাজার, সিলেট।

৭২৭. রাবেয়া বছরী সুনিয়া বিনতে রাইছুল হক
দক্ষিণ সুরিয়ার পাড়, বোয়ালিয়া বাজার, দিরাই, সুনামগঞ্জ।

৭২৮. মুছা. মার্জানা আখতার শিফা বিনতে মুহা. খছর মিয়া
ইব্রাহিমপুর, জহিরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট।

৭২৯. মুহা. নাছির আহমদ বিন মাও. কামর জ্জামান
বৃন্ধাবনপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

৭৩০. মুছা. বাছিরা বিনতে তুরাব আলী
কাটাখালী, সুরাবই, হবিগঞ্জ।

৭৩১. মুহা. রেজওয়ান আহমদ সুজন বিন সুহেল মিয়া
জহিরপুর, গোয়ালাবাজার, ওসমানীনগর, সিলেট।

৭৩২. মুহা. আনিছুজ্জামান নাঈম বিন মাও. কামর জ্জামান
বৃন্ধাবনপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

৭৩৩. আশরাফুল ইসলাম জিহান বিন হাফিজ মাও. বদর ল ইসলাম
চরমোহাম্মদপুর, সদর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

৭৩৪. ইয়াছমিন সুলতানা ইমা বিনতে আব্দুল মালিক খাঁন
চকের বাজার, কাদিরগঞ্জ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

৭৩৫. মুছা. রাবেতা জান্নাত র না বিনতে আইয়ুব আলী
মুহাম্মদপুর, কলূমা, বালাগঞ্জ, সিলেট।

৭৩৬. ফারজানা জান্নাত বিউটি বিনতে আলাউদ্দীন
ভাড়েরা, তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট।

৭৩৭. সুমাইয়া নিলুফা বিনতে আব্দুল আজীজ
ফতেহপুর, মোকাম বাজার, রাজনগর, মৌলভীবাজার।
৭৩৮. নাছিমা জান্নাত বিনতে আব্দুস সামাদ
ডেংগার গর, শ্রীরামপুর, জামালপুর।
৭৩৯. কুহিনুর আখতার বিনতে মরহুম আব্দুস সালাম
দৌলতপুর, ধরমন্ডল, নাসিরনগর, বি-বাড়িয়া।
৭৪০. মুছা. শরিফা আখতার বিনতে আ. রব
সুলতানপুর, গহরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট।
৭৪১. মুছা. মরিয়ম সুলতানা চৌঃ বিনতে সিরাজুল ইসলাম চৌঃ
কান্দিগাও, মোকামবাজার, রাজনগর, মৌলভীবাজার।
৭৪২. মাহিয়া জাহান যুহরা বিনতে আব্দুল মালিক
ইসলামপুর, ইসলামাবাদ, বিশ্বনাথ, সিলেট।
৭৪৩. মুছা. সুমাইয়্যাহ আখতার বিনতে আব্দুন নূর
যাত্রাবাড়ি, ফকিরাবাদ, হবিগঞ্জ।
৭৪৪. মুছা. বুশরা জাহান বিনতে মৃত আব্দুল মান্নান
সুলতানপুর, গহরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট।
৭৪৫. মুছা. নাবিলা আখতার বিনতে মাও. আব্দুল কাইয়ূম
হাজিপুর, গহরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট।
৭৪৬. নাজমিন আখতার মুন্নি বিনতে আ. মালিক
ইসলামপুর, ইসলামাবাদ, বিশ্বনাথ, সিলেট।
৭৪৭. মুছা. তাহেরা সুলতানা বিনতে মাও. জুবায়ের আহমদ
দাউদপুর, রেঙ্গা দাউদপুর, মোগলাবাজার, সিলেট।
৭৪৮. সৈয়দা ফাতিমা মিতা বিনতে সৈয়দ ইউসূফ মিয়া
শাহাপুর, গহরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট।
৭৪৯. মুছা. মার্জিয়া বিনতে মাও. মুজিবুর রহমান
তাম্বলীটুলা, বড়বাজার, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
৭৫০. শেখ মারিয়া তাহাসসুন খাওলা বিনতে শেখ হা. মাও. গোলাম কুদ্দুস রহ.
বানিয়াচং, বড় বাজার, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
৭৫১. শেখ মায়িশা তাবাসসুম শরিফা বিনতে শেখ হা. মাও. গোলাম কুদ্দুস রহ.
বানিয়াচং, বড় বাজার, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
৭৫২. মুহা. খিজির আহমদ বিন ছালেহ আহমদ
পইল, পইল, হবিগঞ্জ।
৭৫৩. মুহা. আ. ওয়াহিদ বিন আব্দুন নূর
শ্যামলী, মেজরটিলা, শাহপরাণ, সদর সিলেট।
৭৫৪. রাহনুমা তাহমীম চৌঃ বিনতে আব্দুল আহাদ
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
৭৫৫. মুছা. ফারজানা বিনতে হাজী রফিক মিয়া
খাঁপুর, গহরপুর, বালাগঞ্জ সিলেট।
৭৫৬. আ. ওয়াহিদ বিন আ. করীম, তেঘরিয়া, লাখাই, হবিগঞ্জ।

বি

দা

য়ী র মু

হ

স্বা ক তা

মি বে

র

ম বা

সা

হে নী

অশ্রুসিক্ত বিদায়ী বার্তা

“পাঠশালার শেষ সিড়িতে দাঁড়িয়ে”

তাকমীল ফিল হাদীস

আল জামেয়াতুত্ত্বায়্যিবাহ। স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ইনকিলাবী একটি নাম। একটি বিপ- বী চেতনা। মানব তৈরির এক আদর্শ সুতিকাগার। এ জামিয়াটি বানাত জগতের একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান। গতানুগতিক বা স্রোতের তালে নয়; বরং যুগোপযোগী নিজস্ব ফর্মূলায় যার পথ চলা। জামেয়া এগিয়ে চলছে, চলছে তার লক্ষ্য পানে দূর্দান্ড় গতিতে। নজীরবিহীন ভাবেই। সুযোগ্য পরিচালক মাওলানা আনওয়ার“ল হক্ব চৌধুরী সাহেব দা. বা. এর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে। তাঁরই দূরদর্শী চিন্ড়াধারা ও বলিষ্ট দিক নির্দেশনায় এ প্রতিষ্ঠান স্থান করে নিয়েছে সবার হৃদয়ে। যার রয়েছে গ্রহণযোগ্য স্বকীয় শক্ত অবস্থান। মাত্র ক’বছরেই কুঁড়িয়েছে ঈর্ষনীয় সাফল্য। এ সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে প্রত্যন্ড় অঞ্চলেও । মহিলাদের সঠিক ইসলামী শিক্ষার অভাব দূরীকরনার্থে ফুল হয়ে ফুটেছে এই জামেয়া। যা সৌরভ ছড়াচ্ছে সর্বদিকে। একটি সুবাস মাখা ফুলে যেমন ভ্রমরেরা ভীড় জমায়, ডানা মেলে উড়ে আসে, ঠিক তেমনিভাবে ইলমে ওহীর এ বাগানে, বিমোহীতকারী সুবাস বিজড়িত এ ফুলে এসে ভিড় করেছিলাম আমরা একদল। কাটিয়েছি এখানে জীবনের কয়েকটি বছর। চির সত্যের অমোঘ নিয়মে সময়ের বেলকনিতে আজ ধ্বনিত হচ্ছে, বিদায়ের প্রতিধ্বনি। প্রিয় উস্ড়াদ, প্রিয় বিদ্যাপীঠ ছেড়ে অর্জিত জ্ঞানের অভিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদেরকে চলে

যেতে হবে। মনের অজান্তেই ভাবছি কোনো নতুন অজুহাতে কিংবা অনিয়মে যদি আবার শুর“ করা যেত জীবনের হালখাতা, হয়তো জীবনটা আরো পরিপাটি হতো। ভুলগুলো শুধরানো যেতো। কিন্তু..... এ যে অসম্ভবেরই নামান্তর। সময় একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তবে নিশ্চিত, রেখে আসা দিনগুলো ছায়া হয়ে ঘুরবে অনন্তকাল, আজীবন। দৃষ্টির সীমায় ছড়িয়ে থাকবে বিস্তীর্ণ এই জামেয়া। তার প্রতিটি ইটের গাথুনীতে লেগে থাকা স্মৃতির কত কথা বিশাল জায়গা জুড়ে থাকবে স্মৃতির মিনারে। উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন আমাদের সম্মানিত মোহতামিম সাহেব আমাদের সবার প্রিয় শায়খে জামেয়া। তিনি আমাদের মাদরাসায় থাকলে মনে হয় আমরা একা নই, তিনি আমাদের উপর ছাদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঝড় আমাদের ছিনিয়ে নিবে না। আমরা অসহায় নই, তিনি আমাদের দেয়াল, জলোচ্ছাস ভাসিয়ে নেবে না। প্রেক্ষাপটের অস্থিরতা, চারদিকে ষড়যন্ত্রের কূটচক্র, এই সব অনিষ্ট তিনি একাই সামলে আমাদের নিশ্চিন্ত এলেমের ঘুরে বিভোর করেছেন। তাকে পেয়ে আমরা শিখেছি আল- াহর বিধান, রাসূল সা. এর উত্তম আদর্শ। তাকে পেয়ে আমরা শিখেছি সময়ের কাজ সময়ে করতে। ছাত্রীজীবনের অন্যত্র সময় ব্যয় করা আত্মহত্যা। আমরা পথ হারিয়ে যাই, তিনি আমাদেরকে হেদায়াতের দিশা দেন। এতগুণে সমাহার উনাকে ভুলি কিভাবে! আলোর দিশারী উস্তাদগণ! মনের মনিকোটায় অম- ান হয়ে থাকবে তাঁদের দরস, তাদরীস, নসীহতমালা ও তাদের আদর শাসনগুলো। কি করে ভুলবো মোরা। মনে পড়বে খু.....ব। খাওয়ার র“মের দীর্ঘ সারি। বড় বড় ডাল আর বিস্বাধ লাবরা। তবুও এই ছিল যেন আমাদের অমৃত মান্না ও সালওয়া। স্মৃতির ক্যানভাসে ছবি হয়ে থাকবে আমাদের সবার প্রিয় এই জামেয়া। কখনো ভুলতে পারবো না অজস্র সহপাঠিকে। আমাদের সারাবেলা এক সূত্রে গাঁথা ছিল। আমরা এক সঙ্গে ঘুমোতাম, জেগে উঠতাম, খেতাম ও দরসে বসতাম। একজনের শোক সবাইকে ব্যথিত করতো। আবার এক জনের সুখ সবাইকে স্পর্শ করতো। একি বাগানে বেড়ে উঠেছি আমরা। দেখে মনে হয় যেন একটি অঙ্কুর থেকে জন্মানো হাজারো লতাগুল্ম। পাঠ পরিক্রমায় নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী প্রস্থান করতেই হয়। আমরা প্রস্থানকারী সে দলেরই অভিযাত্রী। পাঠশালা জীবনের শেষ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিবেদন করছি কিছু অভিব্যক্তি, কিছু কথা।

পরম শ্রদ্ধাভাজন আসাতেজায়ে কেরাম:-

আমরা এসেছিলাম যখন জ্ঞান তৃষ্ণা মেটাতে এ জামেয়ার নববী কাননে। পরশ পেলাম একদল উদ্ধমী জীবন সংগ্রামী মানুষের। যারা ইলমের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর ঐ ইলম সমান ভাবে বিলিয়ে দিচ্ছেন সবার তরে। তারা আমাদের তরে প্রাণবন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যে, কি করে আমাদের অন্তরে দ্বীনের প্রদীপ জালিয়ে দিবেন দিন রাতের তফাৎ ভুলে। আর এ কাজে সফলকাম হলেন তারা। জ্বলে উঠল দ্বীনের আলোক বাতি। দূরিভূত হল আমাদের জীবনের সব অন্ধকার। আমাদের জীবন আলোকিত হল। এখন আমাদের সময় আলো বিলাবার। বিদায় চক্রে যাত্রা করার। আমাদের সবার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা রইল তাদের তরে। যাদের প্রচেষ্টায় সফল হল এ জামেয়ার ঈর্ষণীয় অগ্রগতী। যাদের পরকালের ফসল আমরা। সেই সব পিতৃতুল্য মহান শিক্ষকবৃন্দ ও প্রশদ্ধাভাজন শিক্ষিকাবৃন্দের অবদান ভুলবোনা মোরা কোন দিন।

ওহে আমাদের দিশারীবৃন্দ:-

আমরা আজ যারা বিদায় নিতে যাচ্ছি কালের আবর্তে। এ বিদায় বাহ্যিক বিদায়। আত্মিক নয়। আমাদের জন্য আপনারা যে অক্লান্ত শ্রম দিয়েছেন, তা মোরা জীবন দিয়ে হলেও শোধ করতে পারব না। তবুও আপনাদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু রক্ষা করে সব সময় চলতেও পারিনি। নিজের অজান্তে দিয়েছি অনেক আঘাত, হয়তো বা জেনে বুঝে ও কখনো। বিদায়ের এই বিষাদ লগ্নে ক্ষমা কর“ন আমাদের, আপনাদের দোয়াই আমাদের জন্য এখন জীবন পথের পাথেয়। আপনাদের খেদমতে বিশেষ একটি আবেদন, ভুলে যাবেন না আমাদের।

অনুজ প্রতিম প্রিয় বোনেরা:-

সুশিক্ষাই জাতির মের“দন্ড। শিক্ষাহীন জাতি পশুর সমান। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। সুশিক্ষা ব্যক্তিকে মূর্খতার হীন অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করে। সু শিক্ষা ব্যক্তিকে ভদ্র, আদর্শবান ও পরিমার্জিত হতে শিখায়। আমাদের একান্ত প্রত্যাশা তোমরাও কুরআন হাদীসের শিক্ষা অর্জন করে সমাজে আলো ছড়াবে। এই কামনা আমাদের। চেষ্টা চালিয়ে যাও ইনশাআল- াহ সফল হবে।

সুপ্রিয় বোনোরা:-

দীর্ঘদিন ছিলাম একই ছাদের নিচে, একই পরিবারের মত ছিলাম মোরা। অনেক সময় বড়ত্বের প্রভাব খাটিয়ে কষ্ট দিয়েছি তোমাদের কোমল হৃদয়ে। ভুলে যেও সেই সব কষ্টের দিন গুলো। ক্ষমা করে দিও আমাদের। পরিশেষে জামেয়ার সবার সুস্বাস্থ্য ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকুক এ জামেয়া, ভালো থাকুক এজগতের সকল প্রাণী।

আল- াহ হাফিজ।

তোমার প্রশংসায় হে সুতানিয়া

আলেমা সাঈমা সাজিদা জান্নাতী

স্তব্ধ, হতাশ আর ভয়ঙ্কর এক উত্থান পতনের মাঝে আচ্ছাদিত হৃদয় কানন। তোমারই হক্ব আদায়ার্তে প্রশংসার জন্য কলম তুলেছি যবে.....।

হৃদয়ের স্বচ্ছ ভাষাগুলো আজ উদাও। বারে বারে থমকে যাচ্ছে কলম! আর নির্বাক আঁখি দু'টি অশ্রুতে মাখামাখি! কারণ? তোমার পুষ্প সুরভিত, কোমল, নির্মল, আর আকর্ষণীয় জীবনের সৌন্দর্যতায় এবং পবিত্রতায় শুধুই যে মুগ্ধ হওয়া।

তোমার মহিমা বর্ণনার যোগ্যতা হয়ত কারোর নেই, তুমি যে স্রষ্টার অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত এক সৌরভ বেষ্টিত পুষ্প উদ্যান।

তুমি মায়াময় হে সুলতানিয়া! তোমার মায়াবী সূতোয় বেঁধে রেখেছ কত প্রাণ। তোমার হৃদয়ের সঁবুজ চাদরে আচ্ছাদিত অনেক ভগ্ন হৃদয়।

প্রিয় হে! তুমি তো অনেক হারাও, কিন্তু আশ্চর্য! তোমার ললাটে এই সামান্যতমও ব্যর্থতার চিহ্ন! ভেবে দেখেছি, তুমি অতুলনীয় ধনী হে প্রিয়! তোমার হৃদয় থেকে একটি পুষ্প ঝরে গেলেও, কিছু সৌরভ হারিয়ে গেলেও, তোমারই বুকে পস্ফুটিত হয় হাজার হাজার সৌরভ বেষ্টিত পুষ্প। ধন্য তোমারই পথচলা।

ওহে প্রিয়! যখন বাতিল অমানিশার বেশে পৃথিবীর উপর তাহার ভয়ঙ্কর কালেঅ, পর্দা ঝুলিয়ে দিল, তখন তুমিই তোমার নির্মল, বাস্ড়ব চরিত্র দ্বারা এবং তোমারই প্রভাতের আলো দ্বারা উদ্ভাসিত করলে জগৎটাকে। আঁধারে নিমজ্জিত, হৃদয় কাঁপানো জাতির মলিন মুখে ফুটালে তুমি জান্নাতী নির্মল হাসি। আর তুমি আঁধারে নিমজ্জিতদের প্রভাতের উজ্জল রবির সুসংবাদ দিয়েছ, কনকনে শীতে কম্পমান লোকদেরকে নিজের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মাধ্যমে উষ্ণতা দিয়েছ, জ্ঞানবান অন্ড়র সমূহকে সমুদ্রের সুবিশাল উর্মিমালা দিয়ে প্রশান্ড় করেছ। তুমি মিটিয়ে দিয়েছ আপোসের দ্বন্দ ও বিবাদ। আরো কত যে তোমার দান.....। জানি তোমার লক্ষ অনেক দূরে.....মাকসুদে মাঞ্জিলে, গন্ড়ব্য ছাড়া যে তুমি অক্লান্ড়।

প্রিয়! যারা তোমার ছায়ায় রাত কাটায় তারাই ধন্য।

যারা তোমার পিছু পিছু চলে, তাঁরাই তোমার প্রেমিক বলে গণ্য।

প্রিয়! আমরা ক্লান্ড়! তোমার ছায়ায় পরিতৃপ্ত হওয়ার বাসনা বদ্ধমূল হৃদয়ে নেবে কি তোমার সাথে সাথে করে জান্নাতের মায়াময় দিগন্ড়ে?

তোমার দান থেকে উপকৃত করে কি ধন্য করবে মোদের?

প্রিয় হে! তোমারই তরে উৎসর্গিত আমাদের সকল ভালবাসা। ভিষণ ভালবাসি তোমায়।

বিদায়ী কবিতা কানন

বিদায়ের সন্ধিক্ষণে

নাঈমা তালুকদার ঝুমা

বেদনায় ছলছল করছে চোখটা,
মায়া কান্নায় ভেসে গেল বুকটা।
বিদায় লগ্নে চোখ হল ছল ছল,
ভাসে চোখের কোনে রক্তিম জল।
ভাঙ্গা কণ্ঠে বলছে কথা,
না জানি তার মনে কত ব্যাথা।
শক্ত হয়ে আসছে পাঁজর,
শির শির করে কাঁপছে অধর।
বলছে ওরা চল ওরে চল,
সাথে অনেক সহপাঠি দল।
ডাকছে ওরা আয় ওরে আয়,
মুখ ফিরিয়ে শুধু বলতে হয়।
বিদায়, বিদায়।

বিদায়ী আপুরা

মুছা. মাহবুবা সুলতানা মাঈশা

তোমরা এসেছিলে
আমাদেরই মাঝে
প্রতিদিন রয়েছিলে
সকাল সাঁঝে,
হাসি আনন্দে
মুখরিত ছিল অঙ্গন
হঠাৎ এসে দাড়াল
তোমাদের বিদায়ী বাহন।
ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল মোদের
এই জীবন
বিদায়ী ব্যথায় অশ্রুতে ভরে গেল
দু'নয়ন।
সুখে দু:খে আপুরা ছিলেন মোদের সাথী
কোন দিন ভুলবনা
তাদের এই স্মৃতি
তোমাদের দিয়েছি মোরা
শত বেদনা
বিদায় কালে এই ভুল
কর মার্জনা

"বিদায়ী যাত্রীদের কামনা"

তাকমীল ফিল হাদীস

সুরে সুরে বলছি মোরা যাবার বেলা,
ইলম ঈমানে আমরা এক কাফেলা।
হবো আমরা আলো ইশারা নূরের ফুয়ারা,
মহা কালের অন্ধকারে উজ্জ্বল সিতারা।
মোরা হব সত্যের অভিসারী উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী,
যুগে যুগে শত দূর্যোগে সঠিক পথের দিশারী।

উৎসর্গ করলাম জীবন মোদের দ্বীন ইসলামের জন্য,
ইলমের তালীব মোরা নবীর ওয়ারিস,
জীবন মোদের ধন্য।
হেরার অভিযাত্রী আমরা সুফফার অনুসারী,
পাথেয় কলম কালি, নির্জন রাতের আহাজারী।
ইলমে নবী আমলে নবী আমাদের সাধনা,
সুন্নাতী যিন্দেগী কায়েম করা মোদের কামনা।
ক্ষুধা অনাহার যন্ত্রনার মাঝে নবী জীবনে পাব সান্ড়না,
কতদিন বেধেছেন পাথর, সয়েছেন কত লাঞ্চনা।
সেই পথে চলা বন্ধু, আমাদের জীবন অঙ্গিকার,
সে পথের যথ যিল- তী তা আমাদের অহংকার।
শিখবো-শিখাবো খাইর ুম মান তা'আল- ামা,
মীরাস ইলমী খাযানা লা দীনারা ওয়ালা দিরহামা।
নাই বা চিনুক যামানা কিছু তাতে যায় আসে না,
এই হলো মোরা বিদায়ী যাত্রীদের আন্ড় রিক কামনা।
তাই আসো শপথ করে আবারো নিশি জাগি,
আমরা ধরি সুফফার যিন্দেগী ইলমের তরে সর্ব ত্যাগী।
অতীতের নমুনা একবার যদি মোরা জাগাতে পারি,
দেখিবে, দুনিয়া করিবে চুম্বন আমাদের পায়ে পড়ি।

বিদায় বন্ধুরা

হুমায়রা নূরা

এতদিন থেকেছি বন্ধুরা তোমাদেরই সাথে,
মনে কিছু রেখ না জমা এই বিদায় মুহুর্তে।
চলাফেরায় দিয়েছি তোমাদের অনেক বেদনা,
দয়া করে ক্ষমা কর মোর এই আরাধনা।
হাসি কান্নায় সখ্যতা ছিল মোদের এই ক্লাসে,
তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে তাই কষ্ট আমার অন্ড়রাসে।
মানেনা কোন দু:খ বেদনা নিষ্টুর এ বিদায়,
বিচ্ছেদের বাণী শুনিয়ে চলল জীবন দরিয়ায়।
বিদায় তুমি হৃদয় পরশে বিশাল যাতনার,
বারে বারে তুমি শুনাও বাণী বিরহ বেদনার।
নিষ্টুর ভাষায় বিদায় তুমি শুনাও যখন বাণী,
অসহায় হয়ে শুধু অশ্র ঝড়ায় এ যোগল চাহনী।
বিদায় এর নিষ্টুরতা ক্ষনে রেখনা হৃদয়ের ব্যথা,
জীবন ভরে স্মরণ তোমাদের স্মরি ও আমার কথা।

বিদায়ী পালা

সাজিদা শিমু চৌধুরী

মারহাবা মারহাবা হে বিদায়ী আপুগন,
শত কষ্ট সহ্য করে করেছেন ইলম অর্জন।
এতদিন ছিলাম মোরা একই জামেয়ায়
কেমন করে দেব মোরা আপনাদের বিদায়।
স্নেহের বাঁধন দিয়ে মোদের গেঁথেছিলে মালা,
শিক্ষার চাকা ঘুরে এল বিদায়ের পালা।
কত কষ্ট দিয়েছি মোরা দিবেন ক্ষমা করে,
মোদের জন্য করবেন দোয়া সারাটি জীবন ভরে।
জামেয়ায় এসেছি মোরা যেই আশা নিয়ে,
আল- াহ যেন মোদের আশা দেন পূর্ণ করে।

মধুর মিলন

রাহনুমা তাহমীম চৌধুরী

তাকমীলুল উলূম

হয় যবে প্রভাত লগণ,
বয়ে চলে হাওয়ার সমীরণ।
তাকিয়ে রয় বিশাল গগণ,
আমার পানে মেলে জিজ্ঞাসু নয়ন!
চুপি চুপি করে সে কত আলাপন,
ক্ষুধায় সে ওহে আদম বাছাধন!
বলো তো কত বাকি তোর জীবন?
সৃজিলে যিনি তাকে করছো না কি স্বরণ?
পিছ দুয়ারে হাজির মরণ,
এই যে তোমার মৃত্তিকাবদন,
করছো তুমি এর কতনা যতন,
ব্যবহার করো তুমি কতো প্রসাধন,
কবরে কিন্তু ধরবে এরই পঁচন।
দিয়েছেন তিনি তোমায় জীবিকা উপকরণ,
তোমার তরে করেছেন রিজিক নির্ধারণ।
এতেও কি মিটেনা তোমার প্রয়োজন?
তবুও যে কর কত আয়োজন?
সমীপে তার সপে তোমার এ তম-মন
অবনত শিরে করো আত্ম সর্ম্পণ।
চারিদিকে তোমার যত আছে প্রিয়জন,
একদিন ছিড়ে যাবে এ প্রীতি-বাধন,
যার তরেতে উৎসর্গ করেছিল ধন
তারা তোমার বিরহে কি করিবে রোদন,
ফিরে এসো হে ভ্রান্ড় পথিক! সময় যে এখন
প্রভুর কালাম দিক ধিসাতে সত্য চিরন্ড়ন
তবেই হবে স্রষ্টার সাথে মধুর মিলন।

মোরা আল-জামেআতুত্ত্বায়্যিবাহ

সুলতানপুর মহিলা মাদরাসার বিদায়ী কাফেলা

তাকমীল ফিল হাদীস

মো:- মোরা হলাম এই জামেয়ার এক
গুচ্ছ ফুলের তোড়া।
রা:- রাশি রাশি ফুলের মাঝে একত্রিত
হয়েছিলাম মোরা।
আ:- আবেগ ভরা মন নিয়ে
হেদায়াতের পথ খুঁজেছিলাম
মোরা যখন।
ল:- লভো জীবন গড়ার জন্য
দিয়েছিলেন প্রভূ দ্বীনি ইলমের
মতো অমূল্য রতন।
জা:- জাহান্নামের ঐ রাস্ড়া থেকে ফিরে
এসেছিল তখন একই সাথে ৫৫টি
প্রাণ।
মে:- মেলে দিয়েছিল ত্যাগের ডানা মহা
প্রভূর তরে বাজিয়ে বিষাণ।
আ:- আদরর ভরা হৃদয় নিয়ে শত শত
কাফেলার ভিড়ে।
তু:- তুলতে চেয়েছিলাম মোরা ইসলামী
চেতনার রংধনু।
ত্ত্বা:- তাইতো মোদের সাহায্য
কররেছেন আল জামিয়াতুত্ত্বায়্যি-
বাহ জ্বালিয়ে মশাল।
য়্যি: সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন
নাবিয়্যিনের উত্তর সূরী হয়েছি
মোরা।
বা:- বাতিলের ধ্বংসে সত্যকে বিজিত
সংগ্রামে হবো মোরা সবার
সেরা।
হ:- হতে চেয়েছিলাম মোরা জাতির
চেতনা স্বরূপ।
সু:- সুন্দর সুঠাম এই জামেয়াই
সাহায্য করেছে মোদের গড়তে
এরূপ।
ল:- লক্ষ কোটি মাদ্রাসা যেন গড়ে উঠে
তার অবকাঠামোতে।
তা:- তাই তো মোদের এই জামেয়া
দিনে দিনে চলছে উন্নতির পথে।
ন:- নতুন যুগের নতুনত্বের মাঝে
দাঁড়িয়ে আছে স্বগর্ভে মাথা তুলে
পু: পুলকিত হয়েছিলাম মোদের যখন
রহমান এনেছিলেন এই জামেয়ার
কোলে।
র:- রহমানের পথে চলার কথা মোরা
ইনশাআল- াহ যাবো না-কো
কভু ভুলে।
ম:- মম হৃদয়ের গভীর নীলাকাশে
সদা-ই যে বিদায়ের সুর বাজে।
হি:- হিসাবটা চুড়ান্ড় হয়ে গেছে
স্রষ্টার নিয়মানুসারে তাই শীঘ্রই
সাজতে হবে মোদের বিদায়েরই
কর ণ সাজে।
লা:- লাঞ্চিত করবো না মোরা ইসলামী
শিক্ষার আলোকে, হবো না মোরা
আলেমা নামের কলঙ্ক কভু এ
ভূবনে।
মা:- মাসের পর মাস যারা দিয়েছেন
শ্রম,সর্বদা দোয়ায় তাদের কথা
থাকবে মনে।
দ:- দরস ও তাদরীসে তারা ছিলেন
অতুলনীয়।
রা:- রাসূলের অনুকরণেও তারা ছিলেন
প্রসংশনীয়।
সা:- সারাক্ষণ শুধু করে গেছি তাদের
শিক্ষার অবহেলা।
র:- রহমানেরই বান্দা উনারা হলেন
গুনান্বিত ক্ষমার গুণে।
বি:- বিদায়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মোরা
চাচ্ছি ক্ষমা কর নার সুরে।
দা:- দাঁড়িয়ে আছি নির্বাক হয়ে সবার
নিকট ক্ষমার চাহনি নিয়ে।
য়ী:- বিদায়ী যাত্রী হিসাবে মোরা চলে
যাচ্ছি বিদায়েরই তরী বেয়ে।
কা:- কান্না বিজড়িত কণ্ঠে এবার নিচ্ছি
মোরা বিদায়।
ফে:- ফেলে দিওনা মোদের সবাই,
হওনা একটু সদয়।
লা:- লাল সূর্যের মতো হোক মোদের
এ পৃথিবীতে নতুন করে উদয়।

স্বাধীন বাংলা

অর্জিত স্বাধীনতা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

হাফিজ আ. গফুর

আজ থেকে সাড়ে চার দশক আগেও মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে কোন এক ভূখন্ডের অস্ড়িত্ব ছিলনা, তবে দীর্ঘদিন থেকে এ জাতির হৃদয়ে অংকিত ছিল বাংলাদেশের মানচিত্র। ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের সভায় শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক্ব পাকিস্ড়ানি প্রস্ড়াব উত্থাপন করার পর থেকে এ দেশের মানুষের মনে স্বাধীনতা আন্দোলনের দানা জোরালো ভাবে বাঁধতে শুর হয়। পরবর্তিতে পাকিস্ড় ানী শাসক গোষ্ঠির বৈষম্য ভীতির কারণে তা আস্ড়ে আস্ড়ে জমাট বাধতে থাকে। যে নদীর গন্ড়ব্য জেনে গেছে তাকে রাখার সাধ্য কারো নেই। যে জাতির সামনে মুক্তির হাতছানি স্রোতে বার বার ফুটে উঠেবেই। ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের বীর বাঙ্গালী বুঝতে পেরেছিল তারা মুক্তির দ্বার প্রান্থে, সংগ্রামে আর পেছনে ফেরার সময় নেই। তাইতো মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর দৃশীতায় এবং শহীদ জিয়াউর রহমান ও শেষ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যার যা ছিল তা নিয়েই মাঠে নেমেছিল মুক্তির সংগ্রামে এদেশের মুক্তি পাগল জনগন। শত্র র মোকাবেলায় বীরের বেশে মুক্তি সাধ গ্রহণ করেই বাড়ী ফিরেছিল বাঙ্গালিরা। তাদের শ্রম, ইজ্জত, এবং রক্তের

বিনিময়ে আমাদের এ স্বাধীনতা স্বাধীন বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার দাবী করলেই যদি স্বাধীনতা পাওয়া যেত, তাহলে পরাধীনতা নামক কোন শব্দই াকতো না। এ দাবীর পেছনে াকতে হবে ন্যায় সঙ্গত যৌক্তিকতা, দিতে হবে অনেক ত্যাগ, সহ্য করতে হবে অনেক বঞ্চনা এবং উদ্বুদ্ধ হতে হবে দেশ প্রেমে। যেহেতু আমাদের এ দাবী ছিল ন্যায্য, এবং এর প্রতি জাতি ছিল অনড়। তাই শত বাধা, নির্যাতন উপেক্ষা করে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল সেদিনের অবহেলিত নিপিড়িত বীর বাঙ্গালীরা। নিজের আলাদা পতাকা আলাদা মানচিত্রের একটি স্বাধীন সার্বমৌত্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেনি সেদিনের মুক্তি সেনারা। পরবর্তী প্রজন্মকে সুখী সমৃদ্ধ একটি দেশের নাগরিক হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে গর্বের সাথে পরিচয় দেয়ার জন্য সেদিনের মুক্তি পাগল যোদ্ধারা তাদের নব বিবাহিত স্ত্রীকে ঘরে রেখে আজাদী সংগ্রামে গিয়ে শহীদ হয়েছিল। মা তার সন্তানকে পিছনে থেকে ডাকছে দু'মুঠ ভাত খেয়ে বের হওয়ার জন্য, কিন্তু ছেলে মায়ের কথায় সাড়া দেয়নি, যদি মায়ের মুখের দিকে তাকায় তার যুদ্ধে যাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটে সে ভয়ে। ছেলে যুদ্ধ করে বীরের বেশে পতাকা হাতে নিয়ে স্বাধীনতার সুসংবাদ মাকে জানানোর জন্য এসে যখন শুনে পাক হানাদারদের হাত থেকে ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে মা নিজেই তার হাতে প্রান বিসর্জন দিয়ে পরপারে চলে গেছেন। এভাবে হাজারো হৃদয় স্পর্শী ঘটনা রয়েছে, আজকের এই বাংলাদেশ পাওয়ার পিছনে। সুতরাং যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে আমাদের সর্বশ্রেষ্ট এ স্বাধীন ভূখন্ড উপহার দিয়েছেন, তাদের অবদান জাতি নিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। পাশাপাশি যারা লেখনির মাধ্যমে এ সকল যোদ্ধাদের উৎসাহিত করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন, তাঁদের অবদানও কোন অংশে কম নয়।

হতবাক হই যখন দেখি বর্তমান কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং গুটি কয়েক নামধারী স্বার্থবাদী লেখক, কবি-কলামিষ্ট ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মুক্তি যোদ্ধাদের সর্বোচ্চ ত্যাগকে নানা ভাবে অপমান করে। রাজনৈতিক স্বার্থে কিংবা ব্যক্তি স্বার্থে হীন মন মানসিকতার কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই বীর যোদ্ধাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পরও আজ নতুন প্রজন্মকে এর সঠিক ইতিহাস জানা থেকে কৌশলে দূরে রাখা হচ্ছে। স্বাধীনতার ঘোষক কে সেটা নিয়ে জাতি আজ দু'ভাগে বিভক্ত। যে যখন ক্ষমতায় যাচ্ছে যেস তখন তার মত করে ইতিহাস রচনা করে পাঠ্য পুস্তক পরিবর্তন করছে। অযথা জাতিকে এ ব্যাপারে দিতে হচ্ছে বিরাট অংশের ভর্তুকি। তার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ শিশু-কিশোররা। তারা আজ বঞ্চিত হচ্ছে সঠিক ইতিহাস জানা থেকে। বিভ্রান্তি হচ্ছে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস নিয়ে। দীর্ঘ চার দশক পরও স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির ধোয় তোলে সহজ সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আর আলিম উলামদেরকে তো ঢালাও ভাবে রাজাকার বলা হচ্ছেই; এমনকি তাঁদের হাতে সবুজ পতাকা দেখলে বলা হচ্ছে অপবাদের কি আর স্বাধীনতা আছে না কি? কিন্তু মানুষ ভুলে গেছে তৎকালীন জামেয়া হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম শাহ সাহেবের কথা, তিনি কিভাবে আলেম উলামা সহ সাধারণ মানুষদেরকেও স্বাধীনতার উৎসাহ দিয়ে ছিলেন। শুধু তাই নয়; পাঞ্জাবী ওয়ালা দেখলেই মানে হয়, তারা যুদ্ধাপরাধী। এমন ..... তৈরী করা হচ্ছে এদেশে। নিজের স্বার্থ হাসিলের হাসিলের উদ্দেশ্যে মিছিল মিটিং কিংবা সভায় বোমা মেরে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা হচ্ছে দেশের। দেশের স্বার্থের পরিপন্থি আন্দোলন করে দেশকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দিকে। দেশের উগ্র মৌলবাদী চক্র তৎপর হয়ে উঠেছে। একথা দেশে বিদেশে প্রচার করে বাংলাদেশকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে আফগানিস্তানের মত ভয়াবহ নির্মম পরিনতির দিকে। দেশ আজ দূর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। বার বার আমরা দুর্নীতিতে বিশ্বের সেরা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। যে দিকে যে সুযোগ পাচ্ছে নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে দেশকে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারের দিকে।

তাই আজ সময় এসেছে এসকল হায়নাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য আরেকটি যুদ্ধের। সে যুদ্ধ হবে নাস্তিকদের সাথে আস্তিকের যুদ্ধ। আদর্শহীনদের সাথে আদর্শবাদীদের যুদ্ধ। স্বার্থপরদের সাথে নিঃস্বার্থবাদীদের, চরিত্রহীনদের সাথে চরিত্রবানদের এবং দেশদ্রোহীদের সাথে দেশপ্রেমিকদের, বেঈমানদের সাথে ঈমানদারদের যুদ্ধ। আর এসব লম্পটদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এদেশের শিক্ষিত যুব সমাজকে। দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসকল দেশদ্রোহীদের সামাজিক ভাবে বয়কট, আদর্শ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। যে ক্ষতি হয়েছে পাক শাসক, সেনা এবং তাদের দোসর ও দালালদের মাধ্যমে, তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হচ্ছে এদেশে বসে যারা এদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, তাদের মাধ্যমে।

সুতরাং আজ আর বসে াকার সময় নাই, সত্যিকার দেশপ্রেম বুকে বরণ করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার স্বার্থে এখনই মাঠে নামতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে নিজের আদর্শ, চরিত্র এবং নৈতিকতা দিয়ে । আমীন।